নবী ﷺ প্রীতি ও তার নিদর্শনসমূহ

প্রতিযোগিতা বইয়ের ভিতরে মূল্যবান পুরস্কার

حب النبي ﷺ وعلاماته ـ باللغة البنغالية

নবী ﷺ প্রীতি
ও
তার নিদর্শন সমূহ।

প্রফেসর ডাঃ ফায্‌ল্ ইলাহী

بسم الله الرحمن الرحيم

ح فضل إلهي شيخ ظهور إلهي ، ١٤٢٥هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

ظهور إلهي ، فضل إلهي شيخ
حب النبي صلى الله عليه وسلم / فضل إلهي شيخ ظهور إلهي – الرياض ، ١٤٢٥هـ
١٤٨ ص ؛ ١٢ × ١٧ سم
ردمك : ٦ – ٥٩٧ – ٤٤ – ٩٩٦٠
(باللغة البنغالية)
١– الإيمان (الإسلام) ٢– السيرة النبوية أ– العنوان
ديوي ٢٤٠ ١٤٢٥/٨٨١

رقم الايداع: ١٤٢٥/٨٨١
ردمك: ٦–٥٩٧–٤٤–٩٩٦٠

حقوق الطبع محفوظة للمولف

الطبعة الأولى
١٤٢٥هـ – ٢٠٠٤ م

يطلب الكتاب داخل المملكة من :

مكتبة بيت السلام بالرياض
جوال: ٠٥٥٤٤٠١٤٧ – هاتف: ٤٤٦٠١٢٩

الناشر :
إدارة ترجمان الإسلام ، ججرانواله – باكستان

ভূমিকা

নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁরই কাছে সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের কুকর্ম, অন্তরের অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। তিনি যাকে হিদায়াত করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হিদায়াত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাঁর প্রতি, তাঁর সহচর এবং অনুসারীদের প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন।

সমস্ত সৃষ্টির চেয়ে রাসূল ﷺ এর ভালবাসা অধিক হওয়া সকল মানুষের অবশ্য কর্তব্য। রাসূলের ﷺ ভালবাসায় ইহ-পর জগতে বৃহৎ কল্যাণ রয়েছে। কিন্তুতাঁর ভালবাসার অনেক দাবীদার তাঁর ভালবাসায়

সীমা লংঘন করে,অনুরূপ ভাবে অনেকে তাঁর ভালবাসাকে সীমিত নযরে দেখে।

নিজেকে ও আমার ভ্রাতৃ মন্ডলীকে রাসূলের ভালবাসার গুরুত্ব,ফযল এবং তাৎপর্য জানানোর উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে নিম্নে লিখিত প্রশ্নের ভিত্তিতে আল্লাহর সাহায্যে আলোচনা করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম:

১-নবী ﷺ এর ভালবাসার হুকুম কি?

২- তাঁর ভালবাসায় ইহ-পর জগতে ফল কি?

৩- তাঁর ভালবাসর নিদর্শন কি?

৪- ঐ নিদর্শনের আলোকে সাহাবাগণ কেমন ছিলেন?

৫- আর আমরা কেমন?

এ বিষয়ে আমার আলোচনাকে তিন ভাগে ভাগ করেছি:

১- প্রথমত:সমস্ত সৃষ্টির চেয়ে রাসূলের প্রতি ভালবাসা অপরিহার্য।

২- দ্বিতীয়ত :নবী ﷺ এর ভালবাসার ফল।

৩- তৃতীয়ত:তাঁর ভালবাসার নিদর্শন।

আল্লাহর ফযলে এ বিষয়ে আমার লেখা সউদী আরবের সাধারণ নিরাপত্তার দ্বীনী বিভাগের প্রতিষ্ঠান

থেকে প্রকাশিত হয়েছে,অনুরূপ ভাবে কতিপয় প্রকাশক সেটিকে প্রকাশ করেছেন। আমি এটিতে দ্বিতীয় বার নযর ফিরানোর ইচ্ছা করলাম এবং আরো কিছু সংযোজন করলাম এবং কিছু পরিবর্তন করলাম। সর্ব শক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রর্থনা করি তিনি যেন আমার এই কর্মকে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টি লাভের কারণ হিসেবে গন্য করেন এবং এটি আমার জন্য ও পাঠকের জন্য ঐ দিবসে কাজে লাগান যে দিন সন্তান ও সম্পদ কাজে আসবে না। তাঁর নিকট আরো প্রর্থনা করি যে, তিনি যেন আমাদের সকলকে তাঁর ভালবাসা ও তাঁর প্রিয় নবীর ভালবাসা দান করেন এবং আমাদের সকলকে তাঁর সঙ্গে জান্নাতে নায়ীমে একত্রিত করেন। নিশ্চয় তিনি শ্রবণকারী ও গ্রহণকারী।

এই পুস্তিকটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমার প্রিয় ভাই মুকাম্মাল হক, এই অনুবাদে তার নিখাদ প্রচেষ্টা ও ঐকান্তিক পরিশ্রম সুস্পষ্ট ভাবে পাচ্ছে,তাই তাকে আমি জানাই আমার দোয়া ও কৃতজ্ঞতা।

আল্লাহ আমাদের নবী,তাঁর পরিবার,সাহাবা এবং অনুসারীদের উপর বরকত ও *শান্তি বর্ষণ করুন।*

প্রথম অধ্যায়

রাসূল ﷺ এর প্রীতি সমস্ত সৃষ্টির চেয়ে বেশী অপরিহার্য

রাসূল ﷺ এর প্রতি ভালবাসা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কুরআন -সুন্নাহর দৃষ্টিতে প্রতিটি ব্যক্তির অন্তরে রাসূলের প্রতি ভালবাসা নিজ পিতা-মাতা, পরিবার,সন্তান,সম্পদ এবং দুনিয়ার সকল বস্তুর চেয়েও অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। যার অন্তরে রাসূলের ভালবাসা নেই সে আল্লাহর আযাবের হকদার। দুনিয়া অথবা আখেরাতে অথবা দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় স্থানে তার উপর আযাব অবতীর্ণ হওয়ার ধমক রয়েছে। এ বিষয়ে

কুরআন-হাদীসে বেশ কিছু নির্দেশনা বর্ণিত হয়েছে। তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্ন রূপ।

নিজ জীবনের চেয়ে রাসূল ﷺ কে ভালবাসা আবশ্যক

এ সম্পর্কে নিম্ন লিখিত হাদীস:

عن عبد الله بن هشام رضى الله عنه قال:كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمربن الخطاب رضى الله عنهما فقال له عمر رضى الله عنه يارسول الله لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن ياعمر" (البخاري)অর্থ, আব্দুল্লাহ বিন হিশাম কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূল ﷺ এর সঙ্গে ছিলাম,তিনি উমার ﵁ এর হাত ধরে ছিলেন ইতি অবসরে উমার ﵁ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল আমার জীবন ব্যতীত সকল বস্তুর চেয়ে আপনি অবশ্য আমার নিকট প্রিয়। রাসূল ﷺ বললেন না, ঐ সত্তার কসম যাঁর

হস্তে আমার জীবন আছে, যতক্ষণ না আমি তোমার জীবন থেকেও প্রিয় হব ততক্ষণ তুমি পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না। উমার ﷺ বললেন,নিশ্চয় এখন আপনি আমার জীবন থেকে অধিক প্রিয়,তিনি বললেন, এখন হয়েছে হে উমার। [1] (বুখারী)

" لا والذي نفسي بيده ! حتى أكون أحب إليك من نفسك"

"ঐ সত্তার কসম! যাঁর হস্তে আমার জীবন আছে, যতক্ষণ না আমি তোমার জীবনের চেয়ে তোমার নিকট অধিক প্রিয় হব" এ অংশের ব্যাখ্যায় আল্লামাহ আইনী বলেন, "তোমার ঈমান ততক্ষণ পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ আমি তোমার জীবনের চেয়েও অধিক প্রিয় হব।" [2]

" الآن ياعمر" এ অংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন," এখন তোমার ঈমান পরিপূর্ণ হল হে উমার। এ হাদীসে অন্য কথা ব্যতীত একটি কথা অনুধাবন করা উচিৎ যে, রাসূল ﷺ সত্যবাদী ও আমানতদার হয়েও কসম করে বলেন,

---

[1] সহীহ বুখারী,কিতাবুল ঈমান অয়া ন্নুযুর পাঠ, নবী ﷺ এর কসম কেমন ছিল,হাদীস সংখ্যা ১১/৫২৩, ৬৬২৩।

[2] উমদাতুল কারী,২৩/ ১৬৯

ঈমানের পূর্ণতার জন্য মু,মিনকে নিজেদের জীবনের চেয়েও তাঁকে ভালবাসা অবশ্য কর্তব্য। অথচ তিনি সত্য ও সততার এমন অধিকারী যে তিনি কসম খান চাহে না খান তাঁর সমস্ত কথা সত্য এবং সন্দেহ মুক্ত। এরপরও তিনি যদি কোন কথা কসম খেয়ে বলেন তবে সেটি কত সুনিশ্চিত? কেননা কসম কথাকে দৃঢ় করে এটি আমরা সকলে জানি। (৩)

নবী প্রীতি নিজ পিতা-মাতা, সন্তানাদির চেয়ে অধিক অপরিহার্যতা

সকল মুসলিমের জন্য তার পিতা-মাতা, সন্তানাদির চেয়েও নবীজীকে ভালবাসা বাঞ্ছনীয়। এর প্রমাণে নিম্ন লিখিত হাদীস:

---

3 ঐ।

عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:فوالذي بيده نفسي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. (البخاري)

অর্থ আবু হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন ঐ সত্তার কসম যাঁর হস্তে আমার জীবন আছে ,তোমারদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মু,মিন হতে পারে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা সন্তানদের চেয়ে অধিক প্রিয় হব।[4](বুখারী)

এই হদীসে মুহাদ্দিসগণ প্রশ্ন তুলেছেন যে, তাতে কেবল পিতার কথা উল্লেখিত হয়েছে,মায়ের কথা উল্লেখিত হয়নি।

হাফেয ইবনে হাজর এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন,যার বাচ্চা আছে তাকেই যদি "ওয়ালেদ" বলা হয়ে থাকে তাহলে "ওয়ালেদ"শব্দ দ্বারা পিতা-মাতা উভয়কে বুঝাবে, অথবা উক্ত প্রশ্নের উত্তরে এও বলা যেতে পারে যে, পিতা-মাতার মধ্যে কোন একজনকে উল্লেখ করা হলে

---

[4] সহীহ বুখারী,কিতাবুল ঈমান ,পাঠ, রাসূলের ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ,হাদীস সংখ্যা ১/৫৮, ১৪।

অপরজন এমনিই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। যেমন বিপরীত দুটি বস্তুর মধ্যে একটি উল্লেখ করা হলে অপরটি এমনিই এসে যায়। এই উত্তরের আলোকে বুঝে নিতে হবে যে, "ওয়ালেদ"(পিতা) শব্দটি উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়েছে। যার উদ্দেশ্য হল চরম নিকটাত্মীয়। সুতরাং রাসূল ﷺ এর বাণীর অর্থ হল যে, তিনি যেন নিকটতম আত্মীয় চেয়েও মু,মিনদের নিকট প্রিয় হন। (৫)

পরিবার ও সম্পদের চেয়েও নবী প্রীতির অপরিহার্যতা

পরিবার, ধন-সম্পদ এবং পৃথিবীর সকল মানুষের চেয়েও যেন নবী ﷺ মু,মিনদের নিকট প্রিয় হন, এটি সকল মু,মিনের জন্য বাঞ্ছনীয়, নিম্ন লিখিত হাদীস এ অর্থের ইঙ্গিত বহন করে।

عن أنس رضى الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله

---

[5] ফাতহুল বারী৫৯/ ১।

والنــــــاس أجمعـــــــين.(مســـــلم)

অর্থ, আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত,তিনি বলেন,রাসূল ﷺ বলেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বান্দা মু,মিন হতে পারে না যতক্ষণ না আমি তার পরিবার-পরিজন,ধন-সম্পদ এবং সকল মানুষের চেয়ে তার নিকট প্রিয় হব।(৬) (মুসলিম)

সৃষ্টি জগতের মধ্যে কাউকে নবীজীর চেয়ে অধিক ভালবাসলে তার শাস্তি

আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের জন্য শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়েও অধিক নিজেদের পিতা,সন্তান, স্ত্রী,সম্পদ, ব্যবসা এবং আবাসস্থলকে ভালবাসে। এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী:

---

[6] সহীহ মুসলিম,কিতাবুল ঈমান পাঠ,পরিবার,ছেলে,পিতা-মাতা এবং সকলের চেয়ে রাসূল ﷺ কে অধিক ভালবাসা ওয়াজিব। যে ব্যক্তি তাঁকে ঐ রকম ভালবাসবে না,তাকে মু,মিন বলা যাবে না। হাদীস সংখ্যা ১/৬৭,৬৯। হাফেয আবু ইয়ালা তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।হাদীস সংখ্যা ৮/৭ ৩৮৯৫।

"قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره والله لا يهدى القوم الظالمين" (التوبة:٢٤)

অর্থ, (হে রাসূল) আপনি তাদেরকে বলে দিন, যদি তোমাদের পিতৃবর্গ, তোমাদের পুত্রগণ,তোমাদের ভ্রাতাগণ তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের স্বগোত্র,আর ঐ সব ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছো আর ঐ ব্যবসায় যাতে তোমরা মন্দা পড়বার আশংকা করছো এবং ঐ গৃহ সমূহ যা তোমরা পছন্দ করছো (যদি এই সব) তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চেয়ে এবং তার পথে জিহাদ করার চেয়ে,তবে তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক এই পর্যন্ত যে,আল্লাহ নিজ নির্দেশ পাঠিয়ে দেন। আর আল্লাহ আদেশ অমান্যকারীদেরকে সৎপথ প্রর্দশন করেন না।(তাওবা:২৪)

হাফেয ইবনে কাসীর এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,উক্ত বস্তু সমূহ যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদের চেয়ে তোমাদের নিকট অধিক প্রিয়

হয় তাহলে আল্লাহর বিভিন্ন আযাবের মধ্যে কোন আযাব তোমাদের উপর অবতীর্ণ হচ্ছে তার অপেক্ষা কর। [7](মুখতাসার তাফসীরে ইবনে কাসীর: ২/পৃ:৩২৪)

"حتى يأتى الله بأمره" এই অংশের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ এবং ইমাম হাসান বলেন, দুনিয়াবী অথবা পরকালীন উভয় জগতের আযাব।[8] যামাখশরী বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত অন্যকে ভালবাসলে তার কঠিন ধমক রয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসার অপরিহার্যতা প্রমাণ করছে এতে কোন মত ভেদ নেই।[9](কুরতুবী,৮/৯৫) [10]

---

[7] সংক্ষেপ তাফসীরে ইবনে কাসীর ২/৩২৪(রফায়ী) :৮/৯৫-৯৬

[8] তাফসীরে কুরতুবী হতে গৃহিত ৯৬-৯৫/৮।

[9] তাফসীরে কাশ্শাফ ১৮১/২।

[10] তাফসীরে কুরতুবী,৯৫/৮, এবং দেখুন আইসারুত্তাফাসীর (শায়েখ আল- জাযায়েরী ১৭৭/২।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবী প্রেমের সুফল ও তার উপকার

নবী ﷺ আমাদের ভালবাসার মুক্ষাপেক্ষী নন,এটি খুবই স্পষ্ট, আমাদের মত মানুষ তাঁকে ভালবাসুক চাহে না বাসুক তাতে তাঁর ইয্যত সম্মানে কিছু কম বেশী হবে না। কেননা তিনি সৃজনকর্তা,মালিক,রুযী দাতা এবং ব্যবস্থাপক আল্লাহর প্রিয়। কথা এখানেই শেষ নয় বরং আল্লাহর সমীপে তাঁর স্থান ও মর্যাদা এত বৃহৎ এবং উচ্চে যে,যে ব্যক্তি তাঁর অনুসরণ করবে আল্লাহ তাকে নিজ প্রিয়

বানিয়ে নিবেন এবং তার পাপকে মোচন করে দিবেন। আল্লাহ বলেন,

"قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم (آل عمران:٣١)

অর্থ,বলুন তোমরা যদি প্রকৃত পক্ষে আল্লাহকে ভালবাসতে চাও তবে আমার অনুসরণ কর,তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন।তোমাদের পাপ মোচন করে দিবেন, তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।(আলে ইমরান ৩১)
নবী প্রীতির উপকার তার অনুসারীরাই পেয়ে থাকে। সে তাঁর প্রেমের কারণে ইহ-পর জগতে সুখী হবে, আল্লাহর ফযলে এ বিষয়টি সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করছি।

নবী প্রীতি ঈমানী মিষ্টতা লাভের অন্যতম কারণ

ঈমানী মিষ্টতা গ্রহণের জন্য আল্লাহ কিছু কারণ বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে বৃহৎ কারণ হচ্ছে বান্দা যেন

সকল সৃষ্টি জগতের চেয়ে নবী ﷺ কে ভালবাসে। দলীল নিম্ন লিখিত হাদীস।

عن أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، و أن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار (البخاري ومسلم)

অর্থ, আনাস رضي الله عنه কর্তৃক বণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে সে ঈমানের স্বাদ পাবে:

*- আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেন তার নিকট সকলের চাইতে প্রিয় হন।

*- যার সঙ্গে ভালবাসা করবে তা যেন কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়।

*- কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তনকে যেন ঐ ভাবে ঘৃণা করে যেমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে ঘৃণা করা হয়।[11](বুখারী-মুসলিম)

[11] বুখারী-মুসলিম, সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান পাঠ, ঈমানের মিষ্টতা, হাদীস সংখ্যা ১/৬০ হাঃ ১৬, সহীহ মুসলিম পাঠ, যে ব্যক্তি ঐ গুনে গুন্বাণিত হবে সে ঈমানের মিষ্টতা পাবে, হাদীস সংখ্যা ১/৬৬, হাঃ ৪৩। হাদীসের শব্দ বুখারীর।

ঈমানের স্বাদ বলতে যেমন আলেমগণ বলেছেন, আল্লাহর ইবাদতে স্বাদ অনুধাবন করা, দ্বীনের জন্য কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করা এবং দ্বীনকে দুনিয়ার সকল বস্তুর বা ভোগ সামগ্রীর উপর অগ্রাধিকার দেয়া।(১২) আল্লাহু আকবর! এই সুফল কত বৃহৎ এবং মূল্যবান! হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করনা। আমীন।

নবী প্রেমী আখেরাতে নবীর সঙ্গী

যে ব্যক্তি দুনিয়ায় ঈমানের অবস্থায় রাসূলের সাথে ভালবাসা রাখবে সে আখেরাতে তাঁর সঙ্গী হবে। নিম্ন লিখিত হাদীস এর স্পষ্ট দলীল।

عن أنس رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: وما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله قال: فإنك مع من أحببت، قال:أنس رضى الله عنه فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم ،" فإنك مع من أحببت" قال:أنس رضى الله عنه فأنا أحب الله ورسوله

12 দেখুন শারহে নওয়াবী, ২/ ১৩ এবং ফাতহুল বারী / ১ ১৬।

وأبا بكر وعمر رضى الله عنهما، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم (مسلم)

অর্থ, আনাস বিন মালেক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন,জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর নিকটে এসে বল্‌ল, হে আল্লাহর রাসূল কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন কিয়ামতের জন্য কি প্রস্তুত করেছো? সে বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা। তিনি বললেন, নিশ্চয় তুমি যাকে ভালবাস তার সঙ্গী হবে।আনাস ﷺ বললেন, রাসূলের উক্তি "فإنك مع من أحببت"(নিশ্চয় তুমি যাকে ভালবাস তার সঙ্গী হবে) শ্রবণে আমরা এমন আনন্দিত হয়েছি যে ইসলাম গ্রহণের পর এত আনন্দিত আর কখনো হয়নি। তিনি (আনাস ﷺ) আরো বলেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল, আবু বাকর এবং উমার (رضى الله عنهما) কে ভালবাসি।আমার আশা (কিয়ামতের দিন)

তাদের সঙ্গী হব যদিও আমার আমল তাঁদের সমতুল্য নয়।[13] (মুসলিম) একই অর্থে আর একটি হাদীস:

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من

অর্থ,আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে কি বলেন, যে ব্যক্তি কোন কাউমের সাথে ভালবাসা রাখে কিন্তু সে তাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারেনি,(অর্থাৎ তাদের সমতুল্য আমল করতে পারিনি) প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন,মানুষ যে যাকে ভালবাসে (কিয়ামতের দিন) সে তার সঙ্গী হবে। [14] (বুখারী-মুসলিম) নবীজীর উক্তি“মানুষ যে যাকে ভালবাসে সে তার সঙ্গী হবে” এর

---

[13] সহীহ মুসলিম,কিতাবুল বিররে অয়াসসিলাতে অল-আদাবে,হাদীস সংখ্যা:২০৩৩-৩০৩২/৪, ২৬৩৯, অনুরুপ ইমাম বুখারীও বর্ণনা করেছেন,দেখুন সহীহ বুখারী,কিতাবুল আদাব,পাঠ,যে বলে “অয়লাকা”।হাদীস সংখ্যা ৫৫৩/ ১০,৬১৬৭।

[14] বুখারী -মুসলিম, সহীহ বুখারী,কিতাবুল আদাব পাঠ,আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসার নির্দশন,হাদীস সংখ্যা ৫৫৭/ ১০,৬১৯।সহীহ মুসলিম,কিতাবুল বিররে অয়াস্সেলাতে অল-আদাব,পাঠ, মানুষ যে যাকে ভালবাসে সে তার সঙ্গী হবে,হাদীস সংখ্যা ২০৩৪/৪,২৬৪০।শব্দ বুখারীর।

অর্থ হল,যে ব্যক্তির যার সঙ্গে ভালবাসা আছে সে তার সঙ্গে জান্নাতে অবস্থান করবে।(১৫) আল্লাহু আকবার! নবীর প্রতি ভালবাসার ফল কত বৃহৎ এবং মর্যাদা সম্পন্ন। হে আল্লাহ তুমি নিজ দয়ায় নবী প্রীতির ফলদানে ভাগ্যবান কর। কবুল কর হে চিরঞ্জীব চির প্রতিষ্ঠিত।

তৃতীয় অধ্যায়

নবী প্রীতির নিদর্শন

আলেমগণ কুরআন-হাদীসের আলোকে নবী প্রেমের কতিপয় নিদর্শন বর্ণনা করেছেন। যেমন কাযী ইয়ায

[15] দেখুন উমদাতুলকারী ১৯৭/২২

বলেন, নবীর সুন্নতের সাহায্য, সহযোগিতা, তাঁর উপর নাযেলকৃত শরীয়তের সংরক্ষণ, তিনি বেঁচে থাকলে তাঁর জন্য জান-মাল কুরবাণী দেয়ার আশা পোষণ করা তাঁর প্রীতির নিদর্শন।(শারহে নওয়াবী ২/ ১৬)

এ বিষয়ে হাফেয ইবনে হাজর বলেন, নবী প্রেমের নিদর্শন এটি একটি যে,যদি নবীজীর যিয়ারত সম্ভব হয় এবং কোন ব্যক্তিকে এই এখতিয়ার দেয়া হয় যে দুনিয়ার সম্পদ বা ভোগসামগ্রী হারাতে চাও না নবীজীর যিয়ারত হারাতে চাও? এ দুটির মধ্যে একটিকে অগ্রাধিকার দাও? দুনিয়াবী সম্পদ হারানোর চেয়ে যদি রাসূলের যিয়ারত হারানো তার জন্য ভারী বা কষ্টদায়ক হয় তাহলে জানতে হবে এটি রাসূলের প্রতি ভালবাসার নিদর্শন। কেউ যদি এ সুযোগ হারায় বা বঞ্চিত হয় তাহলে সে রাসূলের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হবে। নবী প্রীতি কেবল তাঁর যিয়ারতের উপর সীমিত নয়, বরং তাঁর সুন্নতের সহযোগিতা,সমর্থন, তাঁর উপর নাযেলকৃত শরীয়তের প্রতিরক্ষা,তাঁর শত্রুদের

মূলোৎপাটন করা এবং সৎ কর্মের আদেশ, অসৎ কর্মের নিষেধও তাঁর প্রীতির নিদর্শন। [১৬](ফাতহুল বারী ১/৫৯)

আল্লামা আইনী এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন,এ কথা ভাল করে জেনে নেয়া প্রয়োজন যে, রাসূলের আনুগত্য করা এবং অবাধ্য না হওয়া তাঁর ভালবাসার মূল চাহিদা। এটি ইসলামের অপরিহার্য কর্তব্য।[১৭]

উল্লেখিত আলোচনার ভিত্তিতে নিম্ন লিখিত নবী প্রীতির নিদর্শন গ্রহণ করতে পারি:

*- নবীজীর সাক্ষাৎএবং তাঁর সাহচর্য গ্রহণের প্রবল আশা।

*- তাঁর জন্যে নিজ জান-মাল কুরবাণী দেয়ার উদ্দেশ্যে সর্বদা পূর্ণ প্রস্তুতি।

*- তাঁর আদেশ এবং নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন।

*- তাঁর সুন্নতের সহযোগিতা,সমর্থন এবং তাঁর উপর নাযেলকৃত শরীয়তের প্রতিরক্ষা।

---

[16] ফাত্হুল বারী, ১/৫৯

[17] উমদাতুল কারী, ১/১৪৪

এ সমস্ত নিদর্শন যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে যেন আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করে যে, সে নিজ অন্তরে রাসুলের ভালবাসাকে স্থান দিয়েছে,তার সাথে যেন এ দুয়াও করে যেন এই অবদান স্থায়ী হয়। আর যার মধ্যে এ সমস্ত নিদর্শন পাওয়া যাবে না সে যেন কিয়ামতের পূর্বেই নিজের হিসাব নিজেই করে যে তার অন্তরে যা লুক্কায়িত আছে তা প্রকাশিত হয়ে যাবে। সে যেন আল্লাহ এবং মু,মিনদের অযথা ধোকা দেয়ার চেষ্টা না করে। আল্লাহকে ধোকা দেয়ার প্রচেষ্টাকারী তো নিজেকেই ধোকা দেয় আল্লাহ বলেন,

" يخادعون الله والذين آمنو وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون" (البقر ٩:٥)

অর্থ, যারা আল্লাহ ও মু,মিনদের ধোকা দেয় অথচ তারা নিজেরাই ধোকা খায়, যদিও সে তার অনুভূতি রাখেনা। (বাকারাহ: ৯)

এরপর সাহাবাগণের জীবনীর ভিত্তিতে নবী প্রীতির নিদর্শনের আলোচনা করব,তার সঙ্গে প্রয়োজনানুযায়ী বর্তমানে মুসলিমদের অবস্থা নিয়ে আলোকপাত করব

যাতে দয়াবান আল্লাহ আমাদের হৃদয়ে নবীজীর প্রকৃত ভালবাসা সৃষ্টি করেন এবং দুনিয়া-আখেরাতে আমাদের মত পাপী-তাপী মানুষকে ফলদানে লাভবান করেন। তিনি প্রার্থনা শ্রবণ ও গ্রহণকারী। প্রতিটি নিদর্শন আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা করব।

নবী প্রীতির প্রথম নিদর্শন

নবীজীর দর্শন ও তাঁর সাহচর্যের প্রবল আশা

সকলে এ কথা জানে যে, প্রেমিকের সবচেয়ে বড় আশা-আকাঙ্খা তার প্রিয়ের দর্শন। অনুরূপ নবী প্রেমিক তাঁর উজ্জ্বল চেহারা দর্শন এবং সাহচর্য লাভ করার জন্য অস্থির থাকে,সঙ্গী হওয়ার প্রবল আশা করে,দুনিয়ার সবচেয়ে বৃহৎ নিয়ামত এবং নবীজীর দর্শন ও সাহচর্যের মধ্যে কোন একটি গ্রহণ করার সুযোগ দিলে অবিলম্বে নবীজীর দর্শনকে অগ্রাধিকার দেয়। তাঁর উজ্জ্বল চেহারা দর্শনে এবং পবিত্র সাহচর্যের কল্যাণে তার নয়ন শীতল

হয় ও অন্তর আনন্দে ভরে উঠে। তাঁর বিরহ বেদনা তাকে ব্যথিত ও অস্থির করে তুলে,চক্ষু দিয়ে অশ্রু নির্গত হয়।

নিম্নে প্রকৃত নবী প্রেমীদের দু,একটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে যাতে উপলব্ধি করা যাবে যে নবী প্রেমের যে নিদর্শন তার ভিত্তিতে সে কি পরিমাণ তাঁকে ভালবাসত।

হিজরতের সময় নবীজীর সাহচর্য লাভ করার সুযোগে অতি আনন্দের সাথে আবু বাকর ﷺ এর যাত্রা:

রাসূল ﷺ আবু বাকর ﷺ কে হিজরতের সময় নিজ সঙ্গী হওয়ার সুসংবাদ শুনান,এ সংবাদ শ্রবণে তিনি এমন আনন্দিত হন যে তাঁর চক্ষু দিয়ে আনন্দাশ্রু নির্গত

হয়।নিম্ন লিখিত হাদীসে এই ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

عن عائشة رضى الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر رضى الله عنه في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر ، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر ، قالت عائشة: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك، فقال أبوبكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله ، قال:فإني قد أذن لي في الخروج فقال أبوبكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله قال: نعم، (البخاري)

অর্থ, নবীজীর স্ত্রী আয়েশা (رضی الله عنها) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন,একদা আমরা দুপুরে আবু বাকর ﷺ এর গৃহে বসে(18) আছি এমন সময় কেউ যেন বল্ল,রাসূল ﷺ (রোদের তাপে মাথা ঢেকে (19)এদিকে আসছেন) এ সময়ে আসতে তিনি অভ্যস্ত নন। আবু বাকর ﷺ

---

[18] আমরা বসে ছিলাম (উমদাকুল কারী, ৪৫/ ১৯।

[19] অত্যন্ত গরমের সময়।দিনের সব চেয়ে গরমের সময় হচ্ছে সূর্য ঢলার সময়। ঐ।

বল্লেন,আমার পিতা-মাতা তাঁর জন্য কুরবাণ হোক, আল্লাহর কসম,এ সময়ে নবীজীর আগমন নিশ্চয় কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য।আয়েশা বলেন,রাসূল ﷺ পৌছে ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন,অনুমতির ভিত্তিতে ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং আবু বাকরকে বল্লেন, তোমার নিকট যারা আছে তাদেরকে বাইরে যেতে বল। আবু বাকর বল্লেন, হে আল্লাহর রাসূল আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবাণ হোক এরা তো আপনার পরিবার। অত:পর রাসূল বল্লেন,আমাকে মক্কা ত্যাগ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আবু বাকর বল্লেন,হে আল্লাহর রাসূল আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবাণ হোক আমি এই সফরে আপনার সঙ্গী হব?()[20] তিনি বল্লেন, হ্যাঁ।[21](বুখারী)

আবু বাকর رضي الله عنه হিজরতের সফরে সম্ভাব্য কঠোর বিপদের কথা জানতেন। কিন্তু এই বিপদের আশংকা তার প্রিয় রাসূলের সাথী হওয়ার আগ্রহকে কোন রূপ হ্রাস করতে পারেনি। রাসূল ﷺ যখন তাকে সঙ্গে থাকার

---

[20] "সাহাবাহ" "ব"আকারের সাথে পড়া,অর্থাৎ সঙ্গ তলব।(ফাতহুলবারী, ২৩৫,/৭)

[21] সহীহ বুখারী,কিতাবুল মানাকেবিল্ আন্সার, হাদীস সংখ্যা ২৩১/৭,৩৯০৫

অনুমতি প্রদান করলেন তখন অতি আনন্দে তার চক্ষু দিয়ে আনন্দাশ্রু নির্গত হয়।

হাফেয ইবনে হাজর বলেন, ইমাম ইসহাকের বর্ণনায় এ অংশ টুকু বেশী রয়েছে:

"قالت عائشة(رضى الله عنها) فرأيت أبابكر يبكي وما كنت أحسب أن أحدا يبكى من الفرح" (فتح الباري٧/٢٣٥ السيرة النبوية،لابن هشام ٢/٩٣)

অর্থাৎ, আয়েশা বলেন, আমি আবু বাক্‌রকে এমন কেঁদে ফেলতে দেখি, আমি জানতাম না যে আনন্দের জন্য কেউ কেঁদে ফেলে।[22]

রাসূল ﷺ এর আগমনে আন্‌সার গোষ্ঠীর আনন্দ

আনসার গোষ্ঠী-তাদের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক-যখন রাসূল ﷺ এর মক্কা ত্যাগ ও মদীনা আগমনের সংবাদ শ্রবণ করেন তখন তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে

---

[22] ফাতহুলবারী, ২৩৫/৭, এবং দেখুন, আস্‌সিরা আন্‌নাওয়াবীয়াহ, ইবনে হিশ্‌শামের, ৯২/২

তাঁর আগমনের অপেক্ষা করতে আরম্ভ করেন। হাদীস ও জীবন চরিত গ্রন্থ সমূহে রাসূল ﷺ কে সাদরে গ্রহণ ও বরণ এবং আগমনের ও উল্লাসের কথা বিস্তারিত আলোচনা বিদ্যমান। এ সম্পর্কে কতিপয় বর্ণনা উল্লেখ করা হচ্ছে:

ইমাম বুখারী উরওয়া বিন যুবায়ের ؓ এর বরাতে বর্ণনা করেন যাতে তিনি রাসূল ﷺ কে স্বাগতম জানানোর জন্য আনসার গোষ্ঠীর আনন্দ উল্লাসকে এভাবে বর্ণনা করেন:

وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فكانوا يغدون(٢٣) كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعد ما أطالوه انتظارهم، فلما آووا إلى بيوتهم أوفى(٢٤) رجل من يهود على أطم(٢٥) من آطامهم لأمر ينظر إليه فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين(٢٦)

---

[23] অর্থাৎ সকালে বের হত,(ফাতহুলবারী,২৪৩/৭)

[24] "আওফা" অর্থাৎ উঁচু জায়গায় উঠল,ঐ।

[25] "উত্তুম"অর্থাৎ দুর্গ,ঐ।

[26] অর্থাৎ তাদেরকে সাদা কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখা যাচ্ছিল,ইবনে তীন বলেন,যে তারা দ্রুত গতিতে আসছিলেন,এ অর্থও হতে পারে।ঐ।

يـزول بهـم الـسـر اب(٢٧) فلـم يملـك اليهـودي أن قـال بـأعلى صـوته" يـا معاشـر العـرب ! هـذا جـدكم(٢٨) الـذي تنتظـرون فثـار المسـلمون إلـى السـلاح، فتلقـوا رسـول الله صـلى الله عليه وسلم بظهر الحرة فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم فــــي بنــــي عمـــــروبن عـــوف. (البخـــاري)

অর্থ,মদীনার মুসলিমগণ যখন নবীজীর মক্কা ত্যাগ করে মদীনা আগমনের সংবাদ শ্রবণ করেন তখন নিয়মিত প্রতিদিন সকালে "হার্‌রাহ" নামক স্থানে তাকে বরণ করার জন্য আসতেন ও অপেক্ষা করতেন এবং দুপুরে রোদের তাপের কারণে বাড়ি ফিরতেন,একদিন তারা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে ঘরে ফিরে যান,যখন তাঁরা নিজ নিবাসে পৌঁছেন তখন জনৈক ইয়াহুদী তার কোন কাজের জন্য পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এবং দূর থেকে সাদা কাপড়ে রাসূল ﷺ কে ও তাঁর সঙ্গী-সাথীকে দেখে মরিচিকা দুর হচ্ছিল ।অত:পর সে ধৈর্যহারা হয়ে চিৎকার করে বলে

---

[27] "ইয়াযুলো বিহিম আস সারাবো"অর্থাৎ,তাঁদেরকে ঝলাসের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল।অথবা তাঁদের আগমণ চোখের মাঝে ভেসে উঠছিল।ঐ।

[28] এই সেই তোমারদের আকাংখিত ব্যক্তি,তোমাদের রাষ্ট্র নায়ক, তোমরা যাঁর অপেক্ষা করছিলে।ঐ।

উঠে: হে আরব গোষ্ঠী! এই তো তোমাদের সেই নেতা যার জন্য তোমরা অপেক্ষা করছিলে। এরপর মুসলিমগণ নিজ নিজ অস্ত্র গ্রহণ করেন এবং তাঁদেরকে "হার্রাহ" নামক স্থানে স্বাগতম জানান। রাসূল ﷺ তাদেরকে সঙ্গে করে ডান দিকে যেতে আরম্ভ করেন এবং বনী আম্র বিন আওফের নিকটে অবতরণ করেন।[29](বুখারী)

রাসূল ﷺ কে অভ্যর্থনা জানিয়ে গ্রহণ করার জন্য আন্সার গোষ্ঠীর এমন আগ্রহ ছিল যে তাঁকে বরণ করার জন্য প্রতিদিন প্রভাতে "হার্রাহ" নামক স্থানে যেতেন এবং রৌদ্রের তাপ বৃদ্ধি পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। ইমাম ইবনে সা,দের একটি বর্ণনায় রয়েছে:

"فـــإذا أحـــرقتهم الشـــمس رجعـــوا إلـــى منـــازلهم"

অর্থাৎ,সূর্যের তাপ যখন তাদেরকে ঝলসিয়ে দিত তখন তারা নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন। ইমাম হাকেমের বর্ণনায় রয়েছে: [30]

" فينتظرونه حتى يؤذيهم حر الظهيرة"

---

[29] সহীহ বুখারী,কিতাবু মানাকেবিল আনসার,পাঠ,নবীজীর ও তাঁর সাহাবীর মদীনায় হিজরত,হাদীস সংখ্যা ২৩৯/৭৩৯০৬।

[30] আত্তাবাকাতুল আল-কুবরা ২৩৩/ ১

অর্থাৎ,দুপুরের রৌদ্র তাদেরকে কষ্ট দেয়া পর্যন্ত তাঁরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করতেন।[31] আনসারগণ রাসূল ﷺ কে কি ভাবে অভ্যর্থনা জানিয়ে ছিলেন ইমাম বুখারী তা নিম্ন লিখিত হাদীসে বর্ণনা করেছেন;

عن أنس رضى الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر ، فسلموا عليهما وقالوا: " اركبا آمنين مطاعين، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وحفوا دونهما بالسلاح ، فقيل في المدينة، جاء نبي الله، جاء نبي الله فاشرفوا ينظرون ويقولون : جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب رضى الله عنه. (البخاري)

অর্থ,রাসূল ﷺ "হার্‌রাহ"নামক স্থানে অবতরণ করেন,অত:পর আনসার গোষ্ঠীর নিকট খবর পাঠান। তারা রাসূল ﷺ ও আবুবাক্‌র ﷺ এর নিকটে আসেন ও সালাম দেন এবং বলেন, আপনারা দু্‌জনে নিরাপত্তার সাথে বাহনে আরোহণ করুন,আপনাদের অনুসরণ করা

---

[31] আল-মুসতাদরাক আলাস্‌সাহীহাইনে,কিতাবুল হিজরাতে রাসূল ও তাঁর সাহাগণের মদীনা আগমণের সময় তাঁদেরকে আনসারগণের বরণ। ১১/৩

হবে, তাঁরা সওয়ার হলেন,আন্‌সারগণ নিরাপত্তার জন্য তাঁদেরকে অস্ত্রসহ বেষ্ঠন করেন। এদিকে মদীনায় সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে আল্লাহর নবী পৌঁছে গিয়েছেন-আল্লাহর নবী পৌঁছে গিয়েছেন,মানুষ উঁচু জায়গায় উঠে তাঁর আগমন দর্শন করতে আরম্ভ করে এবং বলে আল্লাহর নবী পৌঁছে গিয়েছেন।নবী ﷺ যেতে থাকেন এবং আইয়ুব আনসারীর ঘরের একাংশে অবতরণ করেন। [32] ইমাম আহমাদ ,আনাস رضي الله عنه এর সানাদে বর্ণনা করেন যে আন্‌সার গোষ্ঠীর মধ্যে যারা রাসূল ﷺ কে ও আবু বাক্‌রকে বরণ করতে এসেছিলেন আনুমানিক (তাদের সংখ্যা) পাঁচশো।এরা তাঁকে স্বাগতম জানিয়ে বলেছিলেন[33] "انطلقا آمنين مطاعين" অর্থাৎ,আপনারা উভয়ে

---

[32]সহীহ বুখারী,কিতাবু মানাকিবিল আনসার,পাঠ,নবী ﷺ ও তাঁর সাহবাগণের মদীনায় হিজরত,হাদীস সংখ্যা ২৫০/৭৩৯১১।

[33] দেখুন আল-ফাত্‌হুর রাব্বানী,লে-তারতীবে মুসনাদে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল,কিতাবু সিরাতিন নাবাবিয়াহ পাঠ,নবীজীর মদীনায় আগমণ,হাদীস সংখ্যা২৯১/২০, ১৫৫,ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন তারিখে সাগীরে।(দেখুন ফাতহুলবারী২৫০/৭) শায়েখ আহমাদ আল-বান্না ইমাম আহমাদের বর্ণনাকে সহীহ বলেছেন।(দেখুন বলুগুল আমানী ২৯২/২০)

বাহনের পৃষ্ঠে আরোহণ করুন আপনারা আমাদের অনুসরণীয় ব্যক্তি।[34]

মদীনাবাসীদের ঐ অভ্যর্থনা ইমাম আহমাদ আবুবাকর ﷺ এর পরম্পরায় এ ভাবে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "রাসূল ﷺ যাত্রা করেন, আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম, আমরা মদীনায় পৌঁছে যাই, মানুষ তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়। তারা রাস্তায় বের হয়, (আজাজীর)[35] ছাদে উঠে যায়, বাচ্চারা আনন্দে রাস্তায় উচ্চ স্বরে বলে, আল্লাহু আকবার, আল্লাহর রাসূল পৌঁছে গিয়েছেন, মুহাম্মাদ ﷺ পৌঁছে গিয়েছেন। আবু বাকর ﷺ বলেন, তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় যে কে রাসূল ﷺ এর আপ্পায়ন করার সম্মান অর্জন করবে? (শায়েখ আহমাদ শাকের এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন।) ()[36] আনাস বিন মালেক ঐ দিনের অনুভূতির কথা এ ভাবে প্রকাশ করেছেন,

---

[34] সহীহ বুখারী, কিতাবু মানাকেবিল আনসার, পাঠ, নবীজীর ও তাঁর সাহাবাগণের মদীনা আগমণ হাদীস সংখ্যা ২৫০/৭,৩৯১১।

[35] "আজাজীর" ইজ্জার, এর বহু বচন অর্থ, ছাদ। (দেখুন আন্নেহায়াহ ফী গারীবিল হাদীস অল-আসার মাদ্দাহ "আজারা" ২৬/১,)

[36] আল-মুসনাদ, হাদীস সংখ্যা ১৫৫/১,৩ এ হাদীসকে শায়েখ আহমাদ শাকের সহীহ বলেছেন(দেখুন হামেশ আল-মুসনাদ ১৫৪/১)

فما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر رضى الله عنه المدينة (أحمد)

অর্থাৎ,যে দিন রাসূল ﷺ ও আবু বাকর মদীনায় প্রবেশ করেন সে দিনের চেয়ে আর কোন দিনকে আলোকিত এবং সুন্দরতম দেখিনি। ()[37] রাসূল ﷺ এর মদীনা আগমনের দিন মদীনা বাসীরা যে ভাবে তার অভ্যর্থনা জানিয়েছিল বারাআ ইবনে আ-যেব তার চিত্র এ ভাবে বর্ণনা করেন:

فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشئ فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم.

অর্থাৎ,রাসূল ﷺ এর আগমনে মদীনা বাসীরা যে আনন্দিত হয়েছিল ,আর কোন বিষয়ে তাদেরকে এত আনন্দিত হতে দেখিনি। (*)

---

[37] ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন। দেখুন আল-ফাতহুর্ রাব্বানী লে-তারতীবিল মুসনাদ,কিতবুস্সেয়ার আন্নবোবীয়াহ্,পাঠ,নবীজীর মদীনায় আগমণ। হাদীস সংখ্যা ২৯০/২০১৫২।

[38] দেখুন সহীহ বুখারী,কিতাবু মানাকেবিল আন্সার,পাঠ,নবীজী ও তাঁর সাহাবার মদীনায় আগমণ,হাদীস সংখ্যা ২৬০/৭,৩৯২৫।

আন্‌সারগণের রাসূলের সাহচর্য হতে বঞ্চিত হয়ে যাওয়ার ভয়:

আন্‌সার গোষ্ঠীকে রাসূল ﷺ তাঁর সাহচর্যের বৃহৎ প্রতিদান দিয়েছেন। অপর দিকে তারা এই মর্যাদাপূর্ণ নিয়ামত হতে বঞ্চিত হয়ে যাওয়ার চিন্তায় চিন্তিত। এবিষয়ে একাধিক বর্ণনা রয়েছে,তার মধ্যে একটি বর্ণনা নীচে উল্লেখ করা হচ্ছে:

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة،فبعث الزبير - رضى الله عنه على إحدى المجنبتين،(٣٩) وبعث خالدا رضى الله عنه على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة- رضى الله عنه- على الحسر،(٤٠) فأخذوا بطن الوادي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. قال فنظر فرآني، فقال:"أبوهريرة" قلت

---

[39] ডান- বাম,(শারহে নওয়াবীহ ১২৬/ ১২।

[40] "আল-হুস্‌সার"

لبيك يارسول الله ، فقال لا يأتني إلا الأنصار ثم قال حتى توافني بالصفاة، قال:فانطلقنا فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله، وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا، قال: فجاء أبوسفيان فقال يارسول الله ! أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم ثم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فقالت الأنصار: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته قال أبوهريرة رضى الله عنه وجاء الوحى فلما انقضى الوحى قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ! قالوا: لبيك يارسول الله ، قال: قلتم "أما الرجل فأدركته رغبة في قريته، قالوا: قد كان ذلك، قال : كلا إني عبد الله ورسوله ، هاجرت إلى الله وإليكم والمحيا محياكم والممات مماتكم ، فأقبلوا إليه يبكون ويقولون : والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله ورسوله" فقال رسول الله صلى الله إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم"

অর্থ,আবু হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখন মক্কায় যান তখন দুটি সেনা দলের মধ্যে একটির কাছে যুবাইয়ের ﷺ কে অন্যটির কাছে খালেদ ﷺ কে পাঠান এবং আবু উবাইদাহ ﷺ কে আল-হুস্সারে [41]

[41] যাদের কোন যুদ্ধের পোষাক ছিল না।ঐ।

পাঠান তাঁরা বাতনে ওয়াদীর রাস্তা ধরেন। আর রাসূল ﷺ নিজ মক্কায় প্রবেশ করেন। আবু হুরাইরাহ বলেন, রাসূল ﷺ আমাকে বল্লেন, "আবু হুরাইরাহ " আমি বল্লাম বলুন হে আল্লাহর রাসূল আমি উপস্থিত, তিনি বল্লেন,আনসার গোষ্ঠী ব্যতীত আমার নিকট আর কেউ যেন না আসে। অত:পর বলেন, তারা যেন "সাফা" পর্বতের নিকটে আমার কাছে উপস্থিত হয়। আবু হুরাইরাহ বলেন, আমরা যেতে আরম্ভ করি,আর তখন অবস্থা এমন ছিল যে, আমাদের কেউ যদি কুরাইশদের কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে দিত তাহলে তাদের কারোর প্রতি রক্ষার ক্ষমতা ছিল না।[42] আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه আরো বলেন,আবু সুফিয়ান এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ কুরাইশ বংশ আজ ধবংস। আজকের দিনের পর কুরাইশদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত।[43]রাসূল ﷺ বল্লেন,আবু সুফিয়ানের ঘরে যে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ।(তাকে হত্যা করা হবেনা) রাসূলের এই ঘোষণা শ্রবণের পর

---

[42] (শারহে নওয়াবী ২৭/ ১২)।
[43] ঐ।

আন্‌সার গোষ্ঠীর (লোকেরা) বলে উঠলেন, নিজ মাতৃ ভূমির টান এবং বংশীয় মহব্বত লোকটির (রাসূলের) উপর বিজয়ী হয়ে গেল। আবু হুরাইরাহ বলেন,এই মুহূর্তে ওয়াহী আসে,ওয়াহী আসার শেষে রাসূল ﷺ বলেন,হে আনসার গোষ্ঠী, উত্তরে তারা বল্‌লেন, উপস্থিত হে আল্লাহর রাসূল!অত:পর রাসূল ﷺ বল্‌লেন,"মানুষটির উপর মাতৃ ভূমির টান এবং বংশীয় মহব্বত বিজয়ী হয়ে গেল"একথা তোমরা বলেছো? তারা বল্‌লেন,(হ্যাঁ) এটাই। এরপর তিনি বল্‌লেন,কখনো না (তোমরা যা ধারণা করছ তা ভ্রান্ত) আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি আল্লাহর জন্য তোমাদের নিকট হিজরত করে এসেছি,যতদিন বেঁচে থাকব তোমাদের সাথে থাকব এবং মরব তোমাদের কাছে। অত:পর তারা কান্নায় ভেঙ্গে পরেন এবং তাঁর কাছে এসে বলেন,আল্লাহর কসম,আমরা যা বলেছি তা কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রবল ভালোবাসার আবেগে বলেছি। প্রত্যুত্তরে তিনি বল্‌লেন,আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তোমাদের কথা বিশ্বাস

করেছেন এবং তোমাদের ওযরকে গ্রহণ করেছেন।(মুসলিম)[44]

ইমাম নওয়াবী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,আন্‌সার গোষ্ঠীর (লোকেরা) যখন নবী ﷺ কে মক্কাবাসীর উপর দয়া- মায়া করতে দেখেন এবং তাদের হত্যা করা হতে বিরত থাকতে দেখেন তখন তারা ধারণা করেছিলেন যে তিনি এবার মক্কায় অবস্থান করবেন,তাদেরকে বর্জন করবেন, এবং মদীনাকে বিদায় দিবেন। আর এ ধারণাটি ছিল তাদের জন্য অত্যন্ত অসহনীয়। তাই আল্লাহ তাআলা রাসূলকে ওয়াহীর মাধ্যমে পরিস্থিতির সংবাদ জানিয়ে সতর্ক করে দেন। এর প্রেক্ষিতে রাসূল ﷺ তাদের উদ্দেশ্যে যা বলেছিলেন তার ভাব এরূপ: আমি আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাদের শহরের দিকে এজন্য হিজরত করেছি যে যাতে আমি সেটিকে নিজ নিবাস বানাই,আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কৃত হিজরত থেকে প্রত্যাবর্তনকারী নই বরং আমি এই হিজরতের উপর আবদ্ধ। যতদিন বেঁচে থাকব তোমাদের

[44] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ অসসিয়ার, পাঠ মক্ক বিজয়, হাদীস সংখ্যা ১৪০৫/৩, ১৭৮০

সাথে থাকব,যখন মরব তখন তোমাদের শহরে মরব। তিনি যখন একথা বল্লেন তখন তারা কান্না করতে আরম্ভ করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেন,আমরা যা বলেছি তা কেবল আপনার সার্বক্ষণিক সাহচর্যের কল্যাণ সাধন ও লাভের উদ্দেশ্যে বলেছি। অত:পর তাঁরা বলেন, আপনি আমাদেরকে সরল পথের নিদের্শনা দিতে থাকবেন, যেমন আল্লাহ বলেছেন,

"وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم" (شورى:٥٢)

অর্থাৎ, নিশ্চয় আপনি মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।(শুরা:৫২)

তাদের কান্নার দুটি কারণ,প্রথম কারণ রাসূলের অঙ্গীকার জীবন- মরণ তাদের সাথে থাকা। দ্বিতীয় কারণ, তাদের কথায় রাসূল ﷺ কিছু মনে করেন কি না যা তাদের লাঞ্চিত হওয়ার কারণ হতে পারে। (শারহে নাওয়াবী ১২/১২৮-১২৯)

জান্নাতে রাসূল ﷺ এর সাথে সাক্ষাৎ না হওয়ার আশংকায় জনৈক সাহাবীর দুশ্চিন্তা

প্রকৃত রাসূল প্রেমীকে দেখুন যখন সে নিজ এবং রাসূলের মৃত্যুকে স্মরণ করে তখন সে দুশ্চিন্তায় পতিত হয়। তার চিন্তার কারণ এই ভয়ে যে, সে যদি জান্নাতে প্রবেশ করে তবুও সে রাসূলের উজ্জ্বল চেহারা দর্শন করতে পারবে না, কেননা তিনি তো নবীগণের সাথে অবস্থান করবেন আর সে কোন নিম্ন স্তরের জান্নাতে থাকবে। এই প্রকৃত নবী প্রেমীর কথা ইমাম তাবারানী মু,মেনীন জননী আয়েশার رضى الله عنها সানাদে এভাবে বর্ণনা করেন:

" جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله !إنك لأحب إلى من نفسي وإنك لأحب إلى من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبرحتى أتى فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك". فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: " ومن يطع الله

والرسـول فألئـك مـع الـذين أنعـم الله علـيهم مـن النبيـين والصـدقيين والشـهداء والصـالحين وحسـن أولئـك رفيقـا (النساء:٦٩)

অর্থ,জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর নিকট এসে বল্‌ল,হে আল্লাহর রাসূল!আপনি আমার জীবন ও আমার সন্তানাদির চেয়ে অধিক প্রিয়,সত্য কথা বলতে কি যখন বাড়ীতে বসে আপনাকে মনে পড়ে তখন আপনার কাছে এসে আপনাকে না দেখা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করতে পারি না। আর যখন আমার ও আপনার মরণকে স্মরণ করি তখন বুঝতে পারি আপনি জান্নাতে প্রবেশ করে নবীগণের সঙ্গে উচ্চ মর্যাদায় থাকবেন এবং আমি যদিও জান্নাতে প্রবেশ করি তবুও আপনার দর্শনের সুযোগ পাব না এই আমার আশংকা।নবী ﷺ তার কথার উত্তর দিলেন না যতক্ষণ না জিবরীল মারফত এই আয়াত অবতীর্ণ হল:-

" ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين" .(النساء:٦٩)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে সে ঐ ব্যক্তিদের সঙ্গে জান্নাতে অবস্থান করবে যাদের উপর আল্লাহ নিয়ামত প্রদান করেছেন। অর্থাৎ নবী,শহীদ

এবং সৎব্যক্তিগণ। (মাজমাউযাওয়াদে ওয়া মাম্বাউল ফাওয়াদে২/২)(৪৫)(৪৬)

জান্নাতে রাসূলের সঙ্গী হওয়ার জন্য রাবীআ ﷺ এর আবেদন

আরো একজন প্রকৃত নবী প্রেমী রাবীআ,বিন কাআ,ব আল-আসলামীকে আবেদন করার সুযোগ দেয়া হলে তাঁর আবেদন কি ছিল? ইমাম মুসলিম তার আবেদনের কথা তাঁর ভাষায় এভাবে বর্ণনা করেন:

كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه سلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة،

---

[45] সূরা নেসা: ৬৯।

[46] মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ ওয়া মাম্বাউল ফাওয়ায়েদ,কিতাবুততাফসীর হতে গৃহীত৭/৭। এ সম্পর্কে হাফেয আল-হাইসেমী বলেন,এটি তাবারানী “মু,জামে সাগীর ও আওসাতে” বর্ণনা করেছেন।এর বর্ণনাকারী সহীর বর্ণনাকারী,আব্দুল্লাহ বিন ইমরান ব্যতীত, তবে সেও নির্ভর যোগ্য।ঐ।এটি ইবনে মারদুয়াহ ও আবু নায়ীম “হিলিয়াতে” বর্ণনা করেছেন এবং যিয়া আল-মাকদেসী“সেফাতিল জান্নাতে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন আমি এর সানাদে কোন অসুবিধা দেখছিনা।(দেখুন হামেশ যাদুল মাসীর ১২৬/২।

قال او غير ذلك؟ قلت: هو ذاك، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود (مسلم)

অর্থ,আমি রাসূলের নিকটে রাত কাটাতাম।(একদিন) তার নিকট ওযুর পানি এবং প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে উপস্থিত হই,অত:পর আমাকে বলেন, তুমি কিছু চাও,আমি বল্লাম,জান্নাতে আপনার সঙ্গী হতে চাই,তিনি বল্লেন, এছাড়া আর কিছু? আমি বল্লাম,এটাই,তিনি বল্লেন,(এই আশা পূরণের জন্য) বেশী বেশী সিজদাহ করে আমাকে সহযোগিতা কর।[৪৭](মুসলিম)

আল্লাহু আকবার! প্রকৃত নবী প্রেমী কিছু চাওয়ার সুযোগ পাওয়ার সাথে সাথে বিনা দ্বিধায় জান্নাতে রাসূলের সঙ্গী হওয়ার দাবী করেন,দ্বিতীয়বার সুযোগ দেয়া হলে একই চাহিদার পুনরাবৃত্তি করেন,অন্য কোন কিছু চাওয়ার কথা তার চিন্তায় আসেনি।

---

[47] সহীহ মুসলিম,কিতাবুস্‌সালাহ,পাঠ,সিজদার ফযীলত ও তার জন্য উৎসাহ প্রদান,হাদীস সংখ্যা ৩৫৩/ ১,৪৮৯।

আন্‌সারগণের উঁট, ছাগলের উপর রাসূলের সাহচর্যের অগ্রাধিকার

অন্য জিনিসের উপর রাসূলের সঙ্গ ও সাহচর্যকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কেবল রাবীআ, বিন কাআ,ব আল-আসলামী একা নন। বরং রাসূলর ﷺ এর অন্যান্য সাহাবাগণের অবস্থাও এই রূপ ছিল। হুনাইনের যুদ্ধে রাসূল ﷺ আন্‌সারগণের সম্মুখে প্রশ্ন রাখেন, তোমরা কি উঁট, ছাগল নিয়ে তোমাদের শহর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করতে চাও? না কি রাসূল ﷺ কে নিয়ে তোমাদের শহর মদীনায় যেতে চাও? তাঁরা সকলে বিনা দ্বিধায় উঁট, ছাগলের উপর তার সঙ্গ ও সাহচর্যকে অগ্রাধিকার দেন। হাদীস এবং সীরাত গ্রন্থে এ ঘটনা বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। ইমাম বুখারী আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আসেমের সানাদে এটি বর্ণনা করেছেন।

"আল্লাহ তা, লা যখন হুনাইনের যুদ্ধে নিজ রাসুলকে গণীমতের মাল প্রদান করেন তখন তিনি সেগুলো ঐ

মানুষের (নব মুসলিমের) মাঝে এজন্য বন্টন করেন যাতে তারা ইসলামের উপর দৃঢ় থাকে,তা থেকে আনসারগণকে কিছু দেননি। আনসারদের মনে একথা জাগতে পারে যে, তিনি আমাদেরকে কিছু দিলেন না, এই জন্য তিনি আনসারদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে আনসারগণ,আমি তোমাদেরকে সরল পথ ব্যতীত বিপথগামী পাইনি। আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে হিদায়াত করেন, তোমরা বিছিন্ন ছিলে আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে একত্রিত করেন,তোমরা দরিদ্র ছিলে আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে ধনী করেন। রাসূল ﷺ যা বলছিলেন তার উত্তরে আনসারগণ বলছিলেন,আল্লাহ তাআ,লা ও তাঁর রাসূল অতি দয়াবান।[48] রাসূল ﷺ তাদেরকে বলেন,তোমরা যদি চাও তাহলে বলতে পার আপনিও তো আমাদের নিকটে (মক্কা থেকে মদীনায়) ঐ একই অবস্থায় এসেছিলেন।[49] (এর পর তিনি বলেন,)

---

[48] আবু সাঈদের হাদীসে রয়েছ যে তাঁরা বলেন,আমরা আর কি উত্তর দিব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দয়া ও মেহের বানী।(ফাতহুলবারী হতে গৃহীত ৫০/৮)

[49] আনাস رضي الله عنه এর হাদীসে রয়েছে যা ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন:তোমরাও তো একথা বলতে পারতে যে আপনিও তো আমাদের কাছে ভীতাবস্থায় এসেছিলেন আপনাকে নিরাপত্তা দিয়েছি,বিতাড়িত হয়েছিলেন আমরা স্থান দিয়েছি,দুর্বল ছিলেন অসহায় ছিলেন আমরা সাহায্য

তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, অন্য মানুষেরা ছাগল,উঁট নিয়ে বাড়ী ফিরুক আর তোমরা নবী ﷺ কে নিয়ে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন কর?[৫০] যদি হিজরত না হত তাহলে আমি আনসারদের মধ্যে গণ্য হতাম। মানুষ যে স্থানের দিকে মুখ করুক না কেন আমি আনসারগণের স্থানের দিকেই যাব। তারা আমার শেয়ার (নিকটের)[৫১] আর অন্যরা (দেসার) দূরের।আমার পরে তোমরা নিজদেরকে উসরাতান [৫২] (একাকী) মনে করবে।সুতরাং হওযে কাওসারের নিকট আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকরা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ কর।”[53] আবু সাঈদ খুদরীর হাদীসে এ শব্দ রয়েছে:

করেছি।?অত:পর তাঁরা প্রত্যুত্তরে বলেন,আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আমাদের প্রতি দয়া।(দেখুনঐ।) ইবনে হাজর এর সানাদকে সহীহ বলেছেন।

[50] ঐ।

[51] “শেয়ার” ঐ কাপড় যা শরীরের চামড়ার সাথে লেগে থাকে।“দেসার”অর্থাৎ হালকা কাপড় যা তার উপর থাকে। ঐ শব্দ আনসারদের নিকটতম বুঝানোর জন্য তিনি ব্যবহার করেছেন,এবং তাঁরা তাঁর খাস ও একেবারে গোপনের একথাও বুঝাতে চেয়েছেন।ঐ।

[52] “উসরাতান”শরীকের অংশ থেকে আলাদা হওয়া এবং তাতে কাউকে শামিল না করা।ঐ।

[53] সহীহ বুখারী,কিতাবুল মাগাযী,পাঠ, গাযওয়াতুত তায়েফ ফী শওয়াল সানাতা সামান, হাদীস সংখ্যা৪৭/৮, ৪৩৩০

اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار

অর্থাৎ,হে আল্লাহ আপনি আন্সার,তাদের সন্তানদের এবং তাদের সন্তানদের সন্তানদের উপর রহম কর।(ফাতহুল্ বারী৮/৫০)

"قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا"(البخاري)

অর্থাৎ, আবু সাঈদ বলেন, অত:পর লোকেরা এমন কান্না করে যে, তাদের অশ্রুতে দাড়ি ভিজে যায় এবং বলে, রাসূল ﷺ কে আমাদের ভাগে পেয়ে আমরা সন্তুষ্ট।(বুখারী)[54]

ইমাম ইবনে কাইয়েম বলেন, রাসূল ﷺ যখন আন্সারগণের সামনে মাল বন্টনের রহস্য বর্ণনা করেন তখন তারা তাঁর আনুগত্যের দিকে ফিরে আসেন,তারা বুঝে নেন যে সব চেয়ে বৃহৎ নিয়ামত হচ্ছে নবী ﷺ কে নিয়ে নিজ এলাকায় ফিরা। তারা নবীজীর জীবন-মরণ উভয় অবস্থায় বৃহৎ সম্পদ হাতে পেয়ে ছাগল,উঁট,দাস-দাসীর কথা ভুলে যান।(ফাতহুল্ বারী৮/৫২)[55]

---

[54] ফাতহুলবারী থেকে গৃহীত:৫২/৮।
[55] ঐ।

উমার ফারুকের রাসূলের পার্শ্বে কবরস্থ হওয়ার আশা

রাসূল ﷺ এর প্রকৃত প্রেমী আমীরুল মু,মিনীন উমার ؓ এই দুনিয়া ছেড়ে চিরতরে বিদায় নিচ্ছেন,এ সময় তাঁর সব চয়ে বড় আশা হচ্ছে রাসূলের পার্শ্বে কবরস্থ হওয়া।এটি ইমাম বুখারী এ ভাবে বর্ণনা করেন:

عن عمرو ميمون الأودى قال: رأيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه،،،،،، قال: يا عبد الله بن عمر ،،،،، انطلق إلى عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها فقل: يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام ولا تقل " أمير المؤمين" فإني لست اليوم للمؤمنين أميراً، وقل يستأذن عمربن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكى فقال:يقرأ عليك السلام عمر بن الخطاب ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فقالت: كنت أريده لنفسي ولأ وثرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال: ارفعوني،فأسنده رجل إليه. فقال : ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين، أذنت ،قال الحمد

الله ، قال:ما كان من شئ أهم إلى من ذلك ، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم فقل: يستأذن عمر بن الخطاب ، فإن أذنت لي فادخلوني وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين"""" (البخاري)

অর্থ,আম্র বিন মাইমুন কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন,আমি উমার ﷺ কে বলতে দেখেছি,তিনি আব্দুল্লাহ বিন উমারকে বলেন, তুমি মু,মিনীন জননী আয়েশা (رضي الله عنها)এর নিকটে গিয়ে বল,উমার আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং আমীরুল মু,মিনীন বল না, কারণ আমি আজ মু,মিনীনদের আমীর নই। বল,তিনি নিজ সঙ্গীদ্বয়ের পার্শ্বে কবরস্থ হওয়ার জন্য আপনার অনুমতি কামনা করছেন। আব্দুল্লাহ বিন উমার তাঁর উপর সালাম দিয়ে অনুমতি চেয়ে (আয়েশার কাছে)যান, তখন তিনি বসে বসে কান্না করছিলেন। তিনি তাঁকে বল্লেন, উমার বিন খাত্তাব ﷺ আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের নিকট দাফন হওয়ার জন্য অনুমতি চাচ্ছেন, প্রত্যুত্তরে তিনি বল্লেন,এ স্থানটি আমি নিজের জন্য রেখেছিলাম,কিন্তু আজ আমি তাঁকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দিচ্ছি। তিনি যখন ফিরে আসেন তখন বলা

হয় এই তো আব্দুল্লাহ বিন উমার ফিরে এসেছেন। অত:পর তিনি (উমার)বললেন, আমাকে উঠাও জনৈক ব্যক্তি তাঁকে নিজের উপর হেলান দিয়ে বসান, এরপর বলেন, তোমার কাছে কি (সংবাদ) আছে? তিনি বললেন,তিনি (আয়েশা) আপনার জন্য অনুমতি দিয়েছেন, উমার আল-হামদুলিল্লাহ বলার পর বললেন,ঐ স্থানটির চেয়ে আমার নিকট আর কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, আমি যখন মৃত্যু বরণ করব তখন আমাকে তাঁর (আয়েশার) কাছে নিয়ে যাবে এবং অনুমতি চাবে যদি অনুমতি দেন তাহলে আমাকে সেখানে দাফন করবে নচেৎ মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করবে (বুখারী)[56]।

রাসূল ﷺ এর মৃত্যুর সময় জানতে পেরে আবু বাকর এর কান্না

জনাব রাসূল ﷺ খুতবা দিচ্ছেন,তাঁর প্রকৃত প্রেমী আবু বাকর খুতবার ইশারা-ইঙ্গিত থেকে বুঝে নিচ্ছেন যে,

---

[56] সহীহ বুখারী কিতাবু ফাযায়েলিস সাহাবা,পাঠ,কিসসাতুল বাইয়ে অল ইত্তেফাক আলা উসমান অয়া ফীহে মাকতালু উমার বিন খাত্তাব হাদীস সংখ্যা ৬১-৬০/৭, ৩৭০০।

তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। তাঁর চক্ষু দিয়ে আপনা আপনি অশ্রু নির্গত হচ্ছে। ইমাম বুখারী এটি আবু সাঈদ খুদরীর সানাদে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেন:

خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله .قال:فبكى أبوبكر رضى الله عنه، فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبوبكر رضى الله عنه أعلمنا (البخاري)

অর্থ,রাসূল ﷺ খুতবায় বলেন, আল্লাহ্ এক বান্দাকে দুনিয়া ও আল্লাহর নিকট যা আছে তার মধ্যে একটিকে গ্রহণ করার এখতিয়ার দেন, কিন্তু ঐ বান্দা আল্লাহর কাছে যা আছে তা গ্রহণ করেন। আবু সাঈদ বলেন,(একথা শুনে) আবু বাকর কান্না করতে আরম্ভ করেন। আমরা তাঁর কান্নায় অবাক হই যে, রাসূল ﷺ জনৈক বান্দার জন্য বললেন যে, দুটি জিনিসের মধ্যে একটিকে গ্রহণ করার এখতিয়ার দেয়া হয়েছে।(এ কথায় তিনি কান্না করছেন কেন?) আসল কথা হলো, যাকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে তিনি হচ্ছেন রাসূল ﷺ ।আবু বাকর ؓ রাসূল ﷺ এর

কথাকে আমাদের মধ্যে সব চেয়ে গভীর ভাবে বুঝেছিলেন।(বুখারী)(৫৭) মুআবিয়া বিন আবী সুফিয়ানের বর্ণিত হাদীসে এরূপ এসেছে:

فلم يلقنها إلا أبوبكر رضى الله عنه فبكى، فقال نفيدك بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا.

অর্থাৎ,আবু বাক্‌র ﷺ ছাড়া আর কেউ রাসূলের কথা বুঝেনি । তাঁর কথার গভীরে পৌঁছে তিনি কান্না করেন এবং বলেন,আমরা আমাদের পিতা-মাতা এবং সন্তানদেরকে আপনার জন্য কুরবানী করছি।(মাজ্‌মাউয্‌ যাওয়ায়েদ ওয়া মাম্বাউল্‌ ফাওয়ায়েদ ৯/ ৪৩) (৫৮)

---

[57] সহীহ বুখারী,কিতাবু ফাযায়েলিস সাহাবাহ,পাঠ,নবীজীর কাউল"সকল দরজা বন্ধ কর কেবল আবুবাকরের দরজা খোলা রাখ,হাদীস সংখ্যা ১২/৭, ৩৬৫৪।

[58] দেখুন মাজমাউয্‌ যাওয়ায়েদ অয়া মাম্বাউল ফাওয়ায়েদ,কিতাবুল মানাকেব,পাঠ,আবু বাকরের সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে,৪২/৯ হাফেয আল-হাইসেমী বলেন,এ হাদীসের বর্ণনা সূত্রকে উত্তম,ঐ।

রাসূল ﷺ এর মৃত্যুর পর তাঁকে স্মরণ করে আবু বাকরের কান্না

রাসূল ﷺ এর মৃত্যুর পর তাঁকে স্মরণ করে তাঁর চক্ষে অশ্রু নির্গত হয়। এ বিষয়ে ইমাম আহমাদের হাদীস:

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: سمعت أبابكر الصديق رضى الله عنه على هذا المنبر يقول:" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من عام الأول،ثم استعبر أبوبكر وبكى ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله وسلم يقول: "لم تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية فاسألوا الله العافية" (مسند لحمد ١/١٥٨-١٥٩)

অর্থ, আবু হুরাইরাহ ؓ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু বাকর ؓ কে এই মিম্বরে বলতে শুনেছি, তিনি (আবুবাকর) বলেন, আমি গত বছর এই দিনে রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, এই টুকু বলে তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, কালেমায়ে এখলাসের পরে সুস্থতার মত আর কোন নিয়ামত তোমাদেরকে দেয়া হয়নি। সুতরাং তোমরা

আল্লাহর নিকট সুস্থতা কামনা কর।[59]অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে,

فخنقتـــه العبـــرة ثـــلاث مـــرار ثـــم قـــال،،،، الحـــديث

অর্থাৎ, চোখের পানিতে তিনতিন বার তাঁর কন্ঠস্বর বাধা প্রাপ্ত হয়। তারপর উল্লেখিত বাকি অংশ টুকু বলেন,,,,।(মুসনাদে আহমাদ)[60]

আবু বাকর ﷺ এর আশা অবিলম্বে রাসূলের সাথে মিলিত হওয়া

এ বিষয়ে ইমাম আহমাদের বর্ণনা:

عن عائشة رضى الله عنها قالت :إن أبابكر رضى الله عنه لما حضرته الوفاة قال:أي يوم هذا؟ قالوا :يوم الاثنين، قال: فإن مت من ليلتي فلا تنتظروا بي الغد ، فإن أحب الأيام والليالي إلى أقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم

---

59 আল -মুসনাদ,হাদীস সংখ্যা ১৫৯-১৫৮/, ১০।শায়েখ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের এ হাদীসের সানাদকে সহীহ বলেছেন (দেখুন হামেশুল মুসনাদ ১৫৮/১)

60 এ,হাদীস সংখ্যা ১৭২/১,৪৪।শায়েখ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের এ হাদীসের সানাদকে সহীহ বলেছেন (দেখুন হামেশুল মুসনাদ ১৭৩/১,)

(مسند أحمد ١٧٣/١)

অর্থ, আয়েশা (رضى الله عنها) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন,আবু বাকরের যখন মৃত্যু ঘণিয়ে আসে তখন বলেন,আজকে কি বার? লোকে উত্তর দেয় সোমবার। তিনি বলেন,আমি যদি আজকের রাতে মরে যাই তাহলে তোমরা দাফন করতে কাল পর্যন্ত বিলম্ব করনা। কেননা রাত-দিনের মধ্যে ঐ রাত-দিন আমার নিকট প্রিয় যা রাসূল ﷺ এর অধিক নিকটবর্তী। (৬১)

আল্লাহুআক বার! আবু বাকরের দৃষ্টি কোণে দিন-রাতের ভালবাসার মাপকাঠি হচ্ছে তার রাসূলের নিকটবর্তী হওয়া। প্রকৃত পক্ষে রাসূল প্রেমী তাঁর প্রেমে,তাঁর দর্শনের আগ্রহে, তাঁর সঙ্গী হওয়ার অস্থিরতায়,তাঁর সাহচর্যের আনন্দে ও সকলের চেয়ে তাঁকে অগ্রাধিকার দানে,তাঁর সাহচর্য হারানোর দু:খে এবং তাঁর বিরহ বেদনায় কেমন ছিলেন? এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, ঐ রকম মহব্বতের তুলনায় আমরা কেমন?

---

[61] আল-মুসনাদ হাদীস সংখ্যা, ১৭৩/ ১,৪৫ শায়েখ আহমাদ শাকের এ হাদীসের সানাদকে সহীহ বলেছেন।(দেখুন হায়েশুল মুসনাদ ১৭৩/ ১।

আমরা কি ঐ ধরণের ভালবাসায় নবী ব্যতীত অন্যকে স্থান দিয়ে রাখিনি?!!

রাসূল ﷺ প্রতি ভালবাসার দাবী উচ্চ স্বরে করার পরেও ঐসকল জিনিস পাওয়ার আশায় আমরা শ্রম ও সম্পদ খরচ করি,তার দেখা-শুনার জন্য প্রিয় জীবনের একাংশ নষ্ট করি,এরই ব্যস্ততায় আল্লাহ ও তাঁর বান্দার অধিকার বিনষ্ট করি, ঐ সমস্ত বস্তু দেখে-শুনে আনন্দিত হই এবং তার ভালবাসার এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, নবী ﷺ এর এই বাণী ভুলে যায়: "ঐ জিনিসের প্রেমীদের মাটির নীচে ধসীয়ে দেয়া হবে,তাদের চেহারাকে বানর ও শূকরের চেহারায় রূপান্তরিত করা হবে।"আবু মালেক আল-আশ্আরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত,তিনি বলেন,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤسهم بالمعازف(٦٢)،يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير" (صحيح ابن ماجة٢/٣٧١)

62"আযফ" বাদ্য যন্ত্র(লেসানুল আরব আল-মহীত,ধাতু "আযফ" ৭৬৬/২।

অর্থ, রাসূল ﷺ বলেছেন,আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক মদের আসল নাম পরিবর্তন করে অবশ্যই তা পান করবে। তাদের মাথার নিকট বাদ্যযন্ত্র বাজানো হবে।আল্লাহ তাদেরকে মাটির নীচে ধসীয়ে দিবেন এবং তাদের মধ্য থেকে বানর ও শূকর তৈরী করবেন।(৩)

আমরা যখন এ ধরণের অপ্রিয় বস্তুর সাথে সম্পর্ক করে রেখেছি,তখন আমি নবীজীকে অধিক ভালবাসি, এ কথার আর কি অর্থ থাকল? আল্লাহর নিকট এই দাবীর কোন মূল্য আছে কি যিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল বিষয়ের খবর রাখেন?

---

[63] সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ,কিতাবুল ফিতান,পাঠ,সাস্তি,হাদীস সংখ্যা ২/৩৭১ ১,৩২৪৭।

নবী প্রীতির দ্বিতীয় নিদর্শন
নবীর জন্য জীবন ও সম্পদ কুরবান করার পূর্ণ প্রস্তুতি

প্রকৃত প্রেমিকের অন্তর তার প্রিয় ব্যক্তির জন্য নিজ জান-মাল কুরবান করার জন্য অস্থির হয়ে যায়। প্রকৃত নবী প্রেমীদের অবস্থা এ থেকে আলাদা নয়। সাহাবাগণ তাঁর জন্য সব কিছু উৎসর্গ করে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন। নবীজীর গত হওয়ার পর তাঁর সত্য অনুরাগীরা নিজেদের অন্তরে এই বলে পরিতাপ করে যে, তারা তাঁর জন্য নিজেদের জান-মাল উৎসর্গ করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে।

নবীজীর প্রকৃত ভালবাসার দাবীদার সাহাবাগণের কিছু ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে:

রাসূল ﷺ এর নিরাপত্তা হীনতা ও বিপদের আশংকায় আবু বাকর رضي الله عنه এর কান্না

হিজরতের সময় সুরাকা বিন মালেক রাসূল ﷺ ও আবু বাকর رضي الله عنه এর পিছনে ধাওয়া করতে করতে একেবারে নিকটে এসে যায়,রাসূল ﷺ এর নিরাপত্তা বিপর্যস্ত দেখে আবু বাকর رضي الله عنه অস্থির এবং বিচলিত হয়ে যান,তাঁর চোখে পানি বের হয়। ইমাম আহমাদ এই ঘটনা বারা,ইবনে আযেবের পরম্পরায় বর্ণনা করেন:

عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال قال أبوبكر رضى الله عنه "فارتحلنا والقوم يطلبونا، فلم يدركنا إلا سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له. فقلت:يارسول الله! هذا الطلب قد لحقنا، فقال: لا تحزن إن الله معنا، حتى إذا دنا منا فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثلاثة، قال قلت: يا رسول الله! هذا الطلب قد لحقنا وبكيت قال لم تبكي؟قلت أما والله ما على نفسي أبكى، ولكن أبكى عليك قال:فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم اكفناه بما

شئت، فساخت(٦٤) قوائم فرسه إلى بطنها إلى أرض صلد،،، الحـــــــــــــــديث (أحمـــــــــــــــد)

অর্থ,বারা,ইবনে আযেব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন,আবু বাকর ﷺ বলেন,আমরা যাত্রা শুরু করি,মানুষ আমাদের ব্যপারে তল্লাসি আরম্ভ করে, তার মধ্যে সুরাকা বিন মালিক নিজ ঘোড়ার পিঠে চড়ে আমাদের কাছে এসে যায়,আমি তখন বলি হে আল্লাহর রাসূল ﷺ এই (সুরাকা) আমাদের অতি নিকটে এসে গিয়েছে, রাসূল ﷺ বল্লেন, চিন্তা কর না নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। সে আমাদের এত কাছে এসে ছিল যে, কেবল এক ফলা অথবা দু,ফলা অথবা তিন ফলার লাঠির সমপরিমাণ দুরত্ব বাকী ছিল। আবু বাক্র ﷺ বলেন আমি বল্লাম, হে আল্লাহর রাসূল এ তো আমাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে বলে আমি, কান্না করতে আরম্ভ করি, রাসূল ﷺ বল্লেন, তুমি কান্না করছ কেন? আমি বল্লাম,আল্লাহর কসম আমি আমার জীবনের ভয়ে

[64] "সা-খাত"মাটিতে পা ধসে গেল।(আন্নেহাইয়াহ ফী গারীবিল হাদীস অল আসার,ধাতু "সুখ" ৪১৬/২

কান্না করিনি বরং আপনার জীবন নাশের আশংকায় রোদন করছি,আবু বাক্‌র বলেন,তিনি তার জন্য বদ দুআ করে বলেন, হে আল্লাহ! আপনি যেভাবে চান তাকে প্রতিহত করতে যথেষ্ট। অত:পর তার ঘোড়ার পা শুকনো মাটিতে পেট পর্যন্ত ধসে যায়।(আহমাদ) (৬৫)

যুদ্ধের মাঠে নবীজীর সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করা মিকদাদ ﷺ এর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা

আমরা আরো এক নবী প্রেমিককে প্রত্যক্ষ করছি যে যুদ্ধের মাঠে নবীজীর পাশে থেকে যুদ্ধ করে শহীদ জন্য প্রস্তুত,ইমাম বুখারী এ ঘটনাটি নিজ গ্রন্থে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন:

---

[65] আল-মুসনাদ হাদীস সংখ্যা ১৫৫/১,৩ শায়েখ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের এ হাদীসের সানাদকে সহীহ বলেছেন।(দেখুন হামেশুল মুসনাদ ১৫৪/১)

অর্থ, তিনি বলেন, আমি তার কর্ম-কান্ড দেখেছি,যা দুনিয়ার সকল বস্তুর চেয়ে[66] আমার নিকট প্রিয়। তিনি নবীজীর নিকট ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন যে সময় তিনি মুশরেকদের জন্য বদ দুআ করছিলেন,(সে সময়) তিনি বলে ছিলেন আমরা আপনাকে ঐ কথা বলব না যে কথা মুসা ﷺ এর কাউম তাঁকে বলে ছিল (তুমি ও তোমার রব যুদ্ধ কর আমরা এখানে বসে থাকি) আমরা আপনার ডানে-বামে,অগ্রে-পশ্চাতে সকল দিক থেকে যুদ্ধ করব। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি দেখেছি ঐ কথায় নবীজীর চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে যায়। (বুখারী)[67]

এই বর্ণনায় মিকদাদ﷛ এর জীবন কুরবানী করার ইচ্ছা প্রকাশের সাথে সাথে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদেরও নবীজীর জন্য জীবন কুরবান করার ইচ্ছা প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁর ঐ ইচ্ছা এই বাক্যে প্রকাশিত হচ্ছে: " আমি মিকদাদ ﷛ এর ভূমিকা দেখেছি, যদি আমি তার কর্তা হতাম

---

[66] ফাতহুলবারী ২৮৭/৭।

[67] সহীহ বুখারী,কিতাবুল মাগাযী,পাঠ,(إذ تستغيثون ربكم ،،،،شديد العقاب) এর তাফসীর। হাদীস সংখ্যা ২৮৭/৭,৩৯৫২।

তাহলে তা আমার নিকট দুনিয়ার সমস্ত বস্তুর চেয়ে প্রিয় হত।”

হাফেয ইবনে হাজর এই উক্তির ব্যাখ্যায় বলেন,আব্দুল্লাহ বিন মাসউদকে মিকদাদের মত কৃতিত্ব ও দুনিয়ার সকল জিনিস গ্রহণ করার এখতিয়ার দেয়া হলে, এ দুটির মধ্যে মিকদাদের কৃতিত্বকে অগ্রাধিকার দিতেন। (৮)

নবীর জন্য এগারো জন আনসারী ও তাল্‌হা ﷺ এর জান কুরবান

উহুদের যুদ্ধে কোন এক ঘাঁটিতে রাসূল ﷺ এর পক্ষ থেকে তের জন তীর নিক্ষেপে পারদর্শী সাহাবাকে নির্ধারণ করা হয়,তারা ঐ ঘাঁটি ছেড়ে দিয়ে ভুল করে, যার সুবাদে মক্কার মুশরেকদের কিছু যোদ্ধা খালেদ বিন ওয়ালীদের পরিচালনায় পিছন দিক থেকে মুসলিমদের উপর হামলা চালায়। ঐ অতর্কিত হামলায় মুসলিমদের এমন দুরবস্থার

[68] ফাতহুল বারী ২৮৭/৭।

সৃষ্টি হয় যে, রাসুল ﷺ এর সঙ্গে কেবল এক জায়গায় ১২ বারজন সাহাবা রয়ে যান এবং মুশরিকরা রাসূল ﷺ এর নিকট পৌছে যায়, এমতাবস্থায় প্রকৃত নবী প্রেমী ১২ জন জীবন কুরবানকারী সাহাবা কি ভাবে প্রতিরোধ করেন তা দেখার বিষয়?

ইমাম নাসায়ীর জাবের ﷺ এর পরম্পরায় বর্ণিত হাদীসে এই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে: যাতে তিনি বলেন,উহুদের যুদ্ধে মুসলিমগণ যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে যান এবং রাসূল ﷺ এর সঙ্গে কেবল ১২জন সাহাবা তাদের মধ্যে তালহা বিন উবাইদুল্লাহ থাকেন তখন মুশরিকরা রাসূল ﷺ এর নিকটে এসে যায়। অত:পর চোখ উঠিয়ে বলেন,মুশরিকদের মুকাবিলা করবে কে ?তালহা বল্লেন,আমি,তিনি বল্লেন,তুমি নিজ স্থানে থাক, এরপর আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল,আমি, তিনি বল্লেন,তুমি?(ঠিক আছে মুশরিকদের মুকাবিলা কর) সে ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে যান। রাসূল ﷺ দেখেন যে, মুশরিকরা নিজদের স্থানে দৃঢ় রয়েছে, সেই জন্য পুনরায় বল্লেন,মুশরিকদের সাথে

কে মুকাবিলা করবে? তাল্‌হা বল্‌লেন, আমি, তিনি বল্‌লেন,তুমি নিজ স্থানে থাক। অত:পর আনসারদের জনৈক ব্যক্তি বল্‌লেন, আমি তিনি বল্‌লেন,তুমি? (ঠিক আছে মুকাবেলা কর) সে ব্যক্তি লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে যান। এভাবে রাসূল ﷺ বলতে থাকেন আর আনসারগোষ্ঠীর মধ্য থেকে এক এক করে আসেন আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়েন ও শহীদ হতে থাকেন, শেষ পর্যন্ত রাসূল ﷺ এবং তালহা অবশিষ্ট থাকেন। রাসূল ﷺ পুনরায় বললেন,মুশরিকদের সাথে কে মুকাবিলা করবে? তালহা বল্‌লেন, আমি।তিনিও এগারোজন আনসারের মত যুদ্ধ করলেন। যুদ্ধের সময় তাঁর হাতে আঘাত লাগে ও আঙুল কেটে যায়,তখন তিনি বল্‌লেন, (হিস)। রাসূল ﷺ বলেন, তুমি যদি (হিসের পরিবর্তে) বিসমিল্লাহ বলতে তাহলে ফেরেশ্‌তারা লোকের মাঝখান থেকে তোমাকে উঠিয়ে নিতেন। অবশেষে আল্লাহ মুশরিকদের ফিরিয়ে দেন। (সহীহ, নাসায়ী) (৬৯)

---

[69] সহীহ সুনানে নাসায়ী,কিতাবুল জিহাদ,পাঠ,শত্রু আঘাত করলে কি বলবে,হাদীস সংখ্যা ৬৬১/২,২৯৫১। শায়েখ আল-বানী বলেন,(فقطعت أصابعه) এইশব্দ পর্যন্ত হাসান,এর পূর্বে

আল্লাহু আকবার! রাসূলের প্রকৃত প্রেমে এগারোটি জীবন কুরবানী হয়, তারপর বারো নম্বর জীবনও এগিয়ে আসে ও কুরবান হয়ে যায়, এটি সহজ ব্যাপার ছিল না বরং তাঁর (তালহার) একাকী লড়াই এবং শাহাদাত বরণ, এগারো জন আনসারের সমতুল্য ছিল। তাঁর হাত রাসূলের প্রতিরক্ষার জন্য শত্রুর অস্ত্রের আঘাতে শরীর থেকে বিছিন্ন হয়ে যায়। [70]ইমাম বুখারী কায়েস ؓ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,আমি তাল্‌হা ؓ এর ঐ হাত দেখেছি যা রাসূল ﷺ এর প্রতিরক্ষার জন্য বিছিন্ন হয়ে যায়।(বুখারী)[71] রাসূলের প্রতিরক্ষার জন্য কেবল তাঁর হাত বিছিন্ন হয়েছিল তাই নয় বরং তাঁর সমস্ত শরীর ঝাঁজরা হয়ে গিয়েছিল,তাঁর শরীরে কম-বেশী সত্তর জায়গায় আঘাত লেগে ছিল। ইমাম আবুদাউদ তায়ালিসী আবু বাকর ؓ এর পরাম্পরায় বর্ণনা করেন,তিনি বলেন, আমরা তাঁর কাছে যাই, গিয়ে দেখি তাঁর লাশটি একটি

অংশ হাসানের সম্ভাবনা আছে,হাদীসটি মুসলিমের শর্ত মুতাবিক।ঐ। হাফেয আয্‌যাহাবী এ হাদীস সম্পর্কে বলেন,এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভযোগ্য।(সিয়ারো আ,লা-মিল নোবালা২৭/)

[70] অকেজ হয়ে যায় (ফাতহুলবারী ৩৬১/৭

[71] সহীহ বুখারী,কিতাবুল মাগাযী,পাঠ,(إذهمت طائفتان،، تفشلا)আয়াত হাদীস সংখ্যা ৩৫৯/৭৪০৬৩

খালে পড়ে আছে।(72)শরীরে ছিল কম-বেশী তীর-তলোয়ারের সত্তরটি আঘাতের(73) দাগ।(মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসী) । আবু বাক্‌র رضي الله عنه যখনই উহুদের যুদ্ধের কথা বলতেন তখনি কেঁদে ফেলতেন ও বলতেন, ঐ যুদ্ধের দিনটি তালহা رضي الله عنه এর ছিল,(74) সে দিন তিনি রাসূল ﷺ এর জন্য লড়ে অনেক নেকীর অধিকারী হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তালহা,আবু বাক্‌র, নবী ﷺ এবং তাঁর সকল প্রকৃত প্রেমীদের উপর সন্তুষ্ট হোন।

আবু তালহার বুক রাসূলের বুকের জন্য ঢাল

উহুদের যুদ্ধে রাসূল ﷺ এর প্রকৃত প্রেমিককে দেখেছি যিনি নিজ বক্ষকে রাসূলের বক্ষের সামনে ঢালের ন্যায় রেখেছেন, যাতে শত্রু পক্ষের তীর তাকে লাগে এবং

---

[72] (নেহায়া ফী-গারীবিল হাদীস অল-আসার,ধাতু "জাফারা" ২৭৮/ ১)

[73] মিনহাতুল মা,বুদ ফী তারতীবি মুসনাদিত্‌তায়ালিসী আবী দাউদ,কিতাবুস্‌সিরাতি নববীয়াহ্‌,পাঠ,উহুদের যুদ্ধের ব্যাপারে যা বর্নিত হয়েছে,হাদীস সংখ্যা ৯৯/২, ২৩৪৬ ।এবং দেখুন ফাতহুলবারী ৮৩-৮২/৭ ।

[74] দেখুন মিনহাতুল মা,বুদ ৯৯/২।

রাসূল ﷺ শরীরে যেন কোন রূপ আঘাত না লাগে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম আনাস বিন মালেক ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধে যখন কতিপয় মানুষ নবীজীকে ছেড়ে পিছনে চলে যায় তখন হাতে ঢাল নিয়ে নিজেই তাঁর সামনে ঢাল স্বরূপ দাঁড়িয়ে যান[75]। আনাস ﷺ আরো বলেন, আবু তালহা বিখ্যাত তীরন্দাজ (তির নিক্ষেপকারী) ছিলেন।[76] সে দিন তিনি দু,টি অথবা তিনটি কামান ধ্বংস করেন।[77]আনাস ﷺ আরো বলেন, কেউ (রাসূলের সামনে) তীর নিয়ে পেরিয়ে গেলে তিনি তাকে বলছিলেন, তুমি তোমার তীর আবু তালহাকে দিয়ে দাও।[78] তিনি আরো বলেন যে, নবী ﷺ যখন মুশরিকদের দেখার জন্য নিজ মাথা তুলছিলেন তখন আবু তালহা বলছিলেন, হে আল্লার রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবাণ হোক, আপনি মাথা উঠাবেন না,

---

75 (مجوف عليه بحجفة) তিনি(আবু তালাহাহ রাসূলের সামনে ঢাল স্বরূপ দাঁড়িয়ে যান।(শারহে নওয়াবী ১৮৯/১২) আল-হাজফাহ :অর্থাৎ চামড়ার ঢাল।(উমদাতুলকারী ২৭৩/১৬)

76 ফাতহুলবারী ৩৬২/৭।

77 ঐ।

78 ঐ।

এমন না হয় যে মুশরিকদের তীর আপনাকে আঘাত করে। আমার বুক আপনার বুকের জন্য ঢাল। (বুখারী)[79]

আল্লাহু আকবার! রাসূলের প্রকৃত প্রেমিকগণ কি করতে পারেন এবং তারা কিসের ভরসা করেন। আল্লামা আইনী,আবু তালহা ﷺ এর উক্তি (نحري دون نحرك) "আমার বুক আপনার বুকের আড়ালে" এর ব্যাখ্যায় বলেন,আমি আপনার সামনে দাঁড়াব তীর যখন আসবে তখন আপনার বুকে না লেগে আমার বুকে লাগবে।[80] শায়েখ মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, উক্ত বাক্যের ভাব প্রকাশে বলেন,এটি প্রার্থনাগত বাক্য,অর্থাৎ আল্লাহ আমার বুককে তীরের কাছা-কাছি করেন যাতে তা আমার বুকে লাগে এবং আপনার বুকে না লাগে।[81]

---

[79] বুখারী-মুসলিম,সহীহ বুখারী,কিতাবুল মাগাযী, পাঠ,(إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا) হাদীস সংখ্যা ৩৬১/৭,৪৬৪।সহীহ মুসলিম,কিতাবুল জিহাদ অয়াস্‌সায়ের,পাঠ মহিলাদের পুরুষের সঙ্গে থেকে জিহাদ,হাদীস সংখ্যা ১৪৪৩/৩,১৮১১,শব্দ মুসলিমের।

[80] (ওমদাতুলকারী ১৬/২৭৪)

[81] (হামেশ সহীহ মুসলিম ১৪৪৩/৩)

আবু দজানা রাসূলের জন্য ঢাল

ইমাম ইবনে ইসহাক রাসূলের অন্য এক প্রকৃত প্রেমিকের কথা তার ভাষায় এ ভাবে বর্ণনা করেন, "আবু দুজানা রাসূলের জন্য নিজকে ঢাল বানান, তিনি ঝুকে থাকেন এবং তীর তার পৃষ্ঠে বিঁধতে থাকে, এমন কি তাঁর পিঠে অসংখ্য তীর বিদ্ধ হয়।(॰) অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এ অবস্থায় তিনি নড়চড়ও করেননি।(॰) আল্লাহু আকবার! কোন্ বস্তু আবু দুজানাকে রাসূলের জন্য ঢাল হওয়া, ঝুকা এবং পিঠে তীর বিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও নিরবে ধৈর্য ধারণ করতে উৎসাহিত করল? নিশ্চয় সেটি রাসূলের জন্য নির্মল ভালবাসা। (আস্‌সিরাতুন্ নাববীয়হ, ইবনে হিশাম৩/৩০, তারিখুল ইসলাম, যাহাবী ১৭৪-১৭৫)

---

[82] আস্‌সিরাতুন্ নাববীয়াহ, ইবনে হিশাম, ৩০/৩, এবং দেখুন আস্‌সিরাতুন্ নাববীয়াহ, ইবনে হিব্বান আল-বাসতী পৃ: ২২৪, তারীখে ইসলাম (আমাগযী), আয্‌যাহাবী, পৃ: ১৭৫-১৭৪।

[83] জাওয়ামিউস্ সিরাহ, ইবনে হাযম পৃ: ১৬২, এবং দেখুন যাদুল মাআদ, ১৯৭/৩।

রাসূলের জন্য জীবন দানকারী জনৈক আনসারীর তাঁর পায়ের উপর মাথা রেখে মৃত্যু

ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থ রাসূলের অন্য এক সত্য প্রেমিকের জান কুরবানীর কথা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তিনি রাসূলের প্রতিরক্ষার জন্য জীবন দিয়েছিলেন। রাসূলের পবিত্র কদমের উপর মাথা রেখে মৃত্যু বরণ করেন। এটিও উহুদের যুদ্ধের ঘটনা। ইমাম ইবনে ইসহাক বলেন, শত্রু পক্ষ যখন তাঁকে ঘিরে ফেলে তখন তিনি বলেন, "কে এমন আছে, যে আমার জন্য নিজ জীবনকে বিক্রি করবে?অত:পর যিয়াদ বিন সাকান সহ আনসার গোষ্ঠীর পাঁচ ব্যক্তি প্রস্তুত হয়ে যান ,অন্য বর্ণনাকারী বলেন, তিনি ছিলেন আম্মার বিন ইয়াযিদ বিন আস্‌সাকান,তারা একে একে রাসূলের জন্য যুদ্ধ করতে থাকেন এবং শহীদ হতে থাকেন,তাঁদের সর্ব শেষ ব্যক্তি যিয়াদ অথবা আম্মার বাকী থাকেন,তিনিও যুদ্ধ করেন এবং আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যান। তারপর মুসলিমদের

এক দল এসে তাকে সরিয়ে দেয়।(৮৪)রাসূল ﷺ তাদেরকে বলেন,ওকে আমার কাছে নিয়ে এসো,তাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হয়,অত:পর রাসূল ﷺ নিজ পা তার দিকে বাড়িয়ে দেন এবং তিনি তাঁর কদমের উপর মাথা রেখে মৃত্যু বরণ করেন। (৮৫)আল্লাহু আকবার কি সুন্দর এই মৃত্যু!!

রাসূলের নিরাপত্তার জন্য সা,আদ বিন রাবী,র জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জন্য যত্নবান

নবীজীর আরো এক প্রকৃত প্রেমীকে দেখি,যিনি উহুদের যুদ্ধে আহত হন,যাঁর শরীরে তীর,তলোয়ার,বর্শা এবং ফলার সত্তরটি আঘাত করা হয়। সম্পদ,আত্মীয়-স্বজন এবং দুনিয়া ও তার মাঝে যা আছে তা ছেড়ে যেতে কেবল কিছুক্ষণ বাকী,এ মুহূর্তে তিনি কি চিন্তা করছেন?

---

[84] দেখুন আননেহায়া ফী-গারীবিল হাদীস অল-আসার ,ধাতু"জাহাযা" ৩২২/ ১,

[85] আসসিরাতুন নাববীয়াহ,ইবনে হিশাম,২৯/৩,এবং দেখুন আসসিরাতুন নাববীয়াহ ,ইবনে হিব্বান আল-বাসতী পৃ: ২২৪-২২৩,তারিখুল ইসলাম(আল-মাগাযী) আযযাহাবী পৃ: ১৭৪।

কি ভাবছেন? তিনি কি নিয়ে চিন্তা করছেন তা যায়েদ বিন সাবেত ﷺ থেকে ইমাম হাকেম এভাবে বর্ণনা করেছেন,

عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن الربيع رضى الله عنه وقال لي: إن رأيته فاقرأ مني السلام، وقل له: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ قال:فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته وهو في آخر رمق وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم فقلت له : ياسعد! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام، ويقول لك خبرني كيف تجدك؟ قال: على رسول الله السلام، و عليك السلام، قل له :" أجدني أجد ريح الجنة" وقل لقومي الأنصار "لا عذرلكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر(٨٦) يطرف" قال "وفاضت نفسه رحمه الله.(الحاكم)

অর্থ, যায়েদ বিন সাবেত কর্তৃক বর্ণিত,তিনি বলেন,রাসূল ﷺ উহুদের যুদ্ধের দিন আমাকে সা,আদ বিন রাবী,র খোঁজে পাঠান এবং বলেন,তুমি যদি তাকে দেখ

86 "শুফর"চোখের পলক যার উপর লোম গজায়।(আন্নেহায়া ফী-গারীবিল হাদীস অল-আসার,"ধাতু" শাফারা" ৪৮৪/২।

তাহলে আমার সালাম দিও এবং বল, রাসূল ﷺ আপনাকে সালাম দিয়েছেন ও আপনি কেমন আছেন? তা জানতে চেয়েছেন তিনি (বর্ণনা কারী) বলেন, নিহত ব্যক্তিদের মাঝে তাঁকে খোঁজার উদ্দেশ্যে ঘুরতে আরম্ভ করি এবং তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তে তাঁকে দেখতে পাই, তখন তাঁর শরীরে তীর, তলোয়ার এবং খোঁচার সত্তরটি আঘাত ছিল, আমি তাঁকে বল্লাম, হে সা,আদ! রাসূল ﷺ আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং জানতে চেয়েছেন আপনি কেমন আছেন? তিনি বল্লেন, আপনার ও রাসূলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আপনি রাসূল ﷺ কে বলে দিন, আমি জান্নাতের সুগন্ধ পাচ্ছি , অত:পর আমার কাউম আনসার গোষ্ঠীকে বলুন, "তোমরা জীবিত থাকতে যদি শত্রুরা রাসূলের নিকট পৌঁছে যায় তাহলে আল্লাহর কাছে তোমাদের কোন ওযর (বাঁচার পথ) থাকবে না।" এ কথা বলে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। (রাহেমা হুল্লাহ্) (হাকেম, আত্ তালখীস)(৮৭)

[87] আল-মুসতাদরাক আলাস্ সাহীহাইন, কিতাবু মা,রেফাতিস্ সাহাবা, যিকরো মানাকেবি সা,দ ইবনে রাবী, ২০১/৩ ইমাম হাকেম এই হাদীস সম্পর্কে বলেন, এই হাদীসের পরম্মপরা সহীহ, ইমাম বুখারী ও মুসলিম এটি বর্ণনা করেননি। ঐ, ইমাম যাহাবী এ কথার সমর্থন

এই প্রকৃত নবী প্রেমী তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তে দুনিয়া ও তার মাঝে যে সম্পদ,সন্তান ও পরিবার পরিজন ছিল তা পরিত্যাগের সময় কি নিয়ে চিন্তা করেছেন? তাঁর কাউমকে কি উপদেশ দিয়েছেন? যে বিষয়ে তিনি ব্যস্ত ছিলেন তা ছিল তার প্রিয় ব্যক্তি বিশ্ব প্রতিপালকের প্রিয় রাসূল ﷺ এর নিরাপত্তা,আর যে উপদেশ নিজ কাউমকে দিয়েছিলেন তা ছিল:তাদের সকল ব্যক্তি যেন রাসূল ﷺ এর নিরাপত্তার জন্য নিজ জীবনকে উৎসর্গ করে।

আমরা কি তাঁদের মত? আমরা কি নিয়ে চিন্তা করি? আমাদের সিংহ ভাগ মানুষ কি নিয়ে চিন্তা করে? আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি পূর্ব অথবা পশ্চিম দিগন্তে ভ্রমণের প্রাক্কালে বিদায়ের সময় কি উপদেশ প্রদান করে? আমাদের উপদেশ কখনো এমনও হয় যা কোন মুসলিমের মুখে উচ্চারণ করা শোভা পায় না।

করেছেন। (দেখুন আততালখীস ২০১/৩। ঐ ভাবে ইমাম মালেক মুআত্তায় বর্ণনা করেছেন, ৪৬৬-৪৬৫/২ এবং ইমাম ইবনে ইসহাকও। (দেখুন আস্‌সিরাতুন্ নাবাবীয়াহ্,ইবনে হিশশাম ৩৯-৩৮/৩,এ হাদীস সম্পর্কে ড: আকরাম যিআ আল-আমরীবলেন,ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় যে বর্ণনাকারীগ রয়েছে তারা সকলে সিকাহ (নির্ভর যোগ্য)(মাজমাউল বাহ্‌রায়েন ২৩৯/২ ,শারহুল মাওয়াহেব,৪৪/২,(আস্‌সিরাতুন্ নাবাবীয়াতুস্ সাহীহাহ ৩৮৬/২।

রাসূল ﷺ এর সওয়ারীর পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ার আশংকায় ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য আবু কাতাদাহর রাত্রি ব্যাপী পদচারণ

অন্য এক সত্য নবী প্রেমীর ঘটনা উল্লেখ করে নবী প্রীতির দ্বিতীয় নিদর্শনের কথা শেষ করব। তিনি রাসূলের নিরাপত্তার ও শান্তির ব্যপারে এমন গুরুত্ব দেন যে, রাসূল ﷺ তন্দ্রার কারণে সাওয়ারীর পিঠ থেকে পড়ে যাবেন এই আশংকায় তাঁর সঙ্গে সারা রাত পদচারণ করেন যাতে তিনি নিরাপত্তায় থাকেন।

عن أبي قتادة رضى الله عنه قال:خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال"إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا" فانطلق الناس لا يلوى أحد على أحد، قال أبو قتادة: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى ابهار الليل و أنا إلى جنبه، قال فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، قال ثم سار حتى

تهور ^^ الليل مال عن راحلته قال فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، قال ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هى أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل ، فأتيته فدعمته،فرفع رأسه فقال"من هذا؟" قلت:أبو قتادة، قال متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت مازال هذا مسيري منذ الليلة قال حفظك الله بما حفظت به نبيه.(مسلم)

অর্থ, আবু কাতাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত,তিনি বলেন,রাসূল ﷺ আমাদেরকে সংবোধন করে বলেন,আগামী কাল তোমরা দিনের শেষ ভাগে ও রাত্রিতে পথ অতিক্রম করে পানির নিকট পৌছে যাবে ইনশাআল্লাহ,অত:পর মানুষ এমন ভাবে যেতে থাকে যে কেউ কারোর প্রতি খেয়াল করছে না।(৮৯)আবু কাতাদাহ বলেন, আমি রাসূলের পার্শ্বে ছিলাম,মধ্য রাতে তাঁর তন্দ্রা আসে যার কারণে তিনি বাহনের পিঠে ঝুঁকে যান,(৯০)অত:পর আমি তাঁর নিকটে আসি এবং তাঁকে

---

88 রাতের অধিক ভাগ গত হওয়া।ঐ।

89 শারহে নাওয়াবীয়াহ ১৮ ৪/৫।

90 ঐ।

জাগ্রত না করে সোজা করে দেই[91] তিনি সোজা হয়ে যান,অত:পর তিনি যেতে থাকেন,যখন রাতের সিংহ ভাগ সময় কেটে যায় তখন পুনরায় ঝুকে যান আমি তাঁকে না জাগিয়ে স্থির করি,তিনি স্থির হয়ে যান,অত:পর যেতে থাকেন যখন রাত্রির শেষ প্রহর হয়ে আসে তখন তিনি ঝুঁকে যান,আর এটি ছিল প্রথম দুই অবস্থার চেয়ে বেশী বা মারাত্মক,মনে হচ্ছিল তিনি পড়েই যাবেন,আমি তাঁর কাছে আসি এবং স্থির করি।[92]এরপর তিনি মাথা তুলে বলেন এ কোন্ ব্যক্তি? আমি বললাম, আবু কাতাদাহ,তিনি বল্লেন, কখন থেকে আমার সাথে এভাবে আসছো? আমি বল্লাম,প্রথম রাত্রি থেকে,তিনি বল্লেন,আল্লাহর নবীকে হিফাযতের জন্যে আল্লাহ তোমাকে হিফাযত করুক (মুসলিম)[93]

সুবহানাল্লাহ!রাসূল ﷺ এর নিরাপত্তার জন্য আবু কাতাদাহর কেমন আগ্রহ!!তিনি রাসূল ﷺ এর

---

91 ঐ।

92 (শারহে নওয়াবীয়াহ ১৮৫/৫)

93 সহীহ মুসলিম,কিতাবুল মাসাজেদ অয়া মাওয়াযেউস্ সালাহ, পাঠ,ছুটে যাওয়া নামায কাযা করা, এবং তা শীঘ্র পূরণ করার ফযীলত,হাদীস সংখ্যা ৪৭২/ ১,৬৮১।

নিরাপত্তার জন্য তাঁর সঙ্গে সারা রাত পদাচরণ করেন,তন্দ্রার সময় ছাদের খুঁটির ন্যায় হয়ে যান,কিন্তু তাঁকে জাগ্রত না করে তাঁর শান্তি ও নিরাপত্তার খেয়াল রাখেন।

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় নিদর্শন

রাসূল ﷺ এর আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ণ

এ ব্যবাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করে না যে, যে যাকে ভালবাসে সে তার আনুগত্য করে,সে সব সময় তার প্রিয় ব্যক্তির অনুসরণ করার প্রচেষ্টা করে, যা তাকে অসন্তুষ্ট করে তা বর্জন করে এবং তাতে এমন তৃপ্তি পায় যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অনুরূপ যে রাসূল ﷺ কে ভালবাসে সে তাঁর অনুসরণের জন্য অতি আগ্রহী হবে, তাঁর আদেশ অবিলম্বে বাস্তবায়ন এবং নিষিদ্ধ বিষয় পরিত্যাগ করবে। রাসূল ﷺ এর সাহাবাদের ঘটনা তাঁর প্রকৃত প্রেমের পরিচয় দেয়:

রুকুর অবস্থায় আনসার গোষ্ঠীর কা,বার দিকে অবিলম্বে মুখ ফিরানো

عن البراء رضى الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى" قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها" فوجه نحو الكعبة ، وصلى معه رجل العصر، ثم خرج فمر على قوم من الأنصار، فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم و إنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر (البخاري)

অর্থ, বারা, ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখন মদীনায় আসেন তখন ১৬ অথবা ১৭ মাস বাইতুল মাকদেসের পানে মুখ করে নামায পড়েন।অথচ তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল কা,বার দিকে মুখ করে নামায পড়া।সেই জন্য আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করেন: অর্থ, "আমি আপনার চেহারা আকাশের দিকে ফিরাতে দেখছি, নিশ্চয় আপনাকে ঐ কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যা আপনি সন্তুষ্ট চিত্তে চান। অত:পর তিনি কা,বার দিকে

ঘুরে যান।তার সঙ্গে জনৈক ব্যক্তি আসরের নামায পড়েন এবং আন্সার গোষ্ঠীর (পাড়ার) পাশ দিয়ে পেরিয়ে যান ও সাক্ষ্য দিয়ে বলেন,সে রাসূল ﷺ এর সাথে নামায পড়েছে,তিনি কা,বার দিকে ঘুরে নামায পড়েছেন। আন্সারগণ (এ কথা শ্রবণ করার সাথে সাথে) আসরের নামাযের রুকুর অবস্থায় (কা,বার) দিকে ফিরে যান।(বুখারী) [94]

প্রিয় নবীর আনুগত্যের জন্য তাদের কি তৎপরতা! তাঁরা যখন রাসূল ﷺ এর পক্ষ হতে সংবাদ শ্রবণ করেন তখন তাঁরা তা গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হননি বরং রুকু থেকে মাথা উঠানো পর্যন্ত বিলম্ব করেননি। রাসুল ﷺ যে দিকে ঘুরেছেন তাঁরাও অবিলম্বে সে দিকে ঘুরেছেন।

---

[94] সহীহ বুখারী,কিতাবু আখবারিল আহাদ,একক সত্যবাদী বর্ণনাকারীর অনুমতী।হাদীস সংখ্যা ২৩২/ ১৩,৭২৫২।

সফরে অবতরণ কালে সাহাবাদের একাপরের কাছে বসার ব্যাপারে অবিলম্বে রাসূলের আদেশ বাস্তবায়ণ

তাঁদের আনুগত্য কেবল নামাযের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং অন্যান্য ক্ষেত্রেও পূর্ণ আনুগত্য ছিল। সফরে অবতরণের আদব-কাইদা সম্পর্কে তাঁর আদেশ পালনের জন্য সাহাবাদের প্রতিযোগিতা সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদের হাদীস:

عن أبي ثعلبة الخشني رضى الله عنه قال " كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم (ابوداود،صحيح)

অর্থ, আবু সা,লাবাহ আল-খুশানী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত,তিনি বলেন,মানুষেরা যখন সফরে অবতরণ করত তখন বিভিন্ন ঘাঁটি ও সমতল ভূমিতে ছড়িয়ে যেত, এ দেখে রাসূল ﷺ বলেন,তোমাদের বিভিন্ন ঘাঁটি ও সমতল

ভূমিতে ছড়িয়ে যাওয়া নিশ্চয় শয়তানের কাজ। এরপর হতে তারা যখন কোন স্থানে অবতরণ করত তখন এত কাছা-কাছি বসত যে তাদেরকে যদি একটি কাপড়ে আবৃত করা হত তাহলে তা সম্ভব ছিল।[95]

গৃহপালিত গাধার মাংস হারাম ঘোষিত হওয়ার সংবাদ শ্রবণের সাথে সাথে সাহাবাগণের ফুটন্ত পাত্র থেকে তা উলটিয়ে ফেলা

সাহাবাদের পছন্দনীয় জিনিস নবী ﷺ এর পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে তারা তা অবিলম্বে বর্জন করতেন।

عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال أكلت الحمر، فسكت ثم أتاه الثانية فقال أكلت الحمر، فسكت ثم أتاه الثالثة فقال أفنيت

---

95 সহীহ সুনানে আবীদাউদ,কিতাবুল জিহাদ,পাঠ, সৈনিকদের একত্রে বসার আদেশ,হাদীস সংখ্যা ৪৯ ৮/২,২২৮৮, সফরের অবস্থায় মুসলিমদের বিছিন্ন হয়ে বসা রাসুল ﷺ বরদাস্ত করেননি,তাহলে আজকের দিনে মুসলিমরা যে প্রতিটি বিষয়ে বিছিন্ন হচ্ছে তাদের অবস্থা কি?আল্লাহর কাছে অভিযোগ করছি তিনিই এক মাত্র আশ্রয় স্থল।

الحمـر ، فـأمر مناديـا فنـادى فـي النـاس إن الله ورسـوله ينهيـانكم عن لحـوم الحمـر الأهليـة، فاكفيت القدور وإنهـا لتفـور بـاللحم (البخـاري)

অর্থ, আনাস বিন মালিক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন,জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর নিকটে এসে বলল,গৃহপালিত গাধা খেয়ে ফেলা হল। রাসূল ﷺ নিরব থাকলেন,সে দ্বিতীয় বার এসে বল্ল,গৃহপালিত গাধা খেয়ে ফেলা হল তিনি চুপ থাকলেন,সে তৃতীয় বার এসে বল্ল,গৃহপালিত গাধা শেষ করে দেয়া হল। এবার তিনি (রাসূল ﷺ) এক ঘোষণাকারীকে লোকের মাঝে ঘোষণা দেয়ার আদেশ দিলেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল গৃহপালিত গাধার মাংস ভক্ষণ করতে তোমাদেরকে নিষেধ করছেন। অত:পর তাঁরা ফুটন্ত হাঁড়ি থেকে তা ফেলে দেন (বুখারী)[96]

ঐ সকল প্রকৃত নবী প্রেমীগণ কোন রকম বিকল্প পথ,অন্য সুযোগ এবং বাহানা খোঁজেননি,কেমন করে বা খোজবেন? কারণ তাঁরা খুব ভাল করে জানেন যে, প্রেমিক

---

[96] সহীহ বুখারী,কিতাবুল মাগাযী,খাইবারের যুদ্ধ,হাদীস সংখ্যা ৪৬৮-৪৬৭/৭,৪১৯৯।

তার প্রিয় ব্যক্তির আদেশ বাস্তবায়ণ করে, এটাই হচ্ছে আসল কথা।

মদ হারাম ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে মদীনার গলিতে মদের স্রোত

নবী প্রেমীদের প্রিয় বস্তু নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে কেবল তাই তারা বর্জন করেছেন,কথা এখানে শেষ নয় বরং তারা যে কাজ করতে বছরের পর বছর অভ্যস্ত,পূর্ব পুরুষদের মাধ্যমে প্রাপ্ত তাও বর্জন করেছেন। তারা রাসূলের বিরুদ্ধাচরণে কোন প্রথা বা বাপ দাদাদের দোহাই দেননি,যা বর্তমানে অনেকে করে থাকে। এর প্রমাণে বুখারীর হাদীস:

عن أنس رضى الله عنه قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة رضى الله عنه وكان خمرهم يومئذ الفضيح،فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، قال فقال لي أبو طلحة:اخرج

فاهرقهـا، فخرجـت فهرقتهـا، فجـرت فـي سـكك المدينة.(البخاري)

অর্থ, আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত,তিনি বলেন, আমি আবু তালহার বাড়ীতে লোকদের মদ পান করাচ্ছিলাম,সে দিন "ফাযীহ"নামক এক প্রকার মদ ছিল,রাসূল ﷺ এক জনকে ঘোষণার আদেশ দেন যে,"তোমরা সর্তক হয়ে যাও মদ হারাম করা হয়েছে" আনাস বলেন,আবু তালহা আমাকে বললেন,বেরিয়ে যাও এবং মদ ফেলে দাও,আমি বেরিয়ে গেলাম এবং ফেলে দিলাম,এর ফলে মদীনার গলি প্রবাহিত হয়ে যায়। (বুখারী) (৯৭)

মদ হারাম ঘোষিত হওয়ার পর প্রকৃত নবী প্রেমীদের তাঁর আদেশ পালনার্থে তা প্রবাহিত করা ব্যতীত আর কিছু ছিল না,এই জন্যে মদীনার গলিতে মদের স্রোত বয়ে যায়।

ইবনে হাজর বলেন,এ বর্ণনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে,যার নিকটে মদ ছিল সে তা ফেলে দেয়,বেশী পরিমাণে মদ ফেলার কারণে মদীনার গলিতে স্রোত বয়ে যায়।

---

97 সহীহ বুখারী,কিতাবুল মাযালিম, পাঠ,রাস্তায় মদ ঢালা,হাদীস ১১২/৫ ২৪৬৪।

(ফাত্হুল্ বারী, ১০/৩৯) কোন বাদ-প্রতিবাদ, দ্বিধা এবং পরামর্শ ছাড়াই মদ ফেলে দেয়ার কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়।

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال فإني لقائم أسقى أبا طلحة وفلانا وفلانا إذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا و ما ذاك ؟ قال حرمت الخمر، قالوا أهرق هذه القلال يا أنس، قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل.(البخاري)

অর্থ, আনাস বিন মালেক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু তালহাকে তার সাথে অমুক অমুককে শারাব পান করাতে রত ছিলাম, ইতি অবসরে একজন এসে বল্ল, তোমাদের নিকটে কি সংবাদ পৌছেনি? তারা বল্ল, কিসের সংবাদ? প্রত্যুত্তরে সে বল্ল, মদ হারাম করা হয়েছে । তারা বল্ল, হে আনাস তুমি শারাবের পাত্র গড়িয়ে দাও। আনাস বলেন, তারা ঐ লোকটির ঘোষণার পরে কাউকে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেননি এবং কারোর কাছে যাননি। (বুখারী)(*)

---

[৯৪] সহীহ বুখারী, কিতাবুত্তাফসীর, পাঠ,(إنما الخمر والميسر والأنصاب،،،، الشيطان) হাদীস সংখ্যা ২৭৭/৮, ৪৬১৭।

ইয়া আল্লাহ!!তাদের আত্মসমর্পণ এবং আনুগত্যের সম্পর্কে কিছু বলার নেই ।ঐ প্রকৃত সত্য বাদীদের উপর আল্লাহর এই বাণী প্রযোজ্য:

إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون

(النور:٥١)

অর্থ ,মু,মিনদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান পালনের উদ্দেশ্যে আহবান করা হয় তখন তারা বলে,আমরা শ্রবণ করলাম এবং আনুগত্য করলাম,আর এরাই পরিত্রাণ প্রাপ্ত।(নূর:৫১)

রাসূল ﷺ এর আদেশ পালনার্থে সাহাবাগণের শত্রুদের সাথে অঙ্গীকার পূরণ

সাহাবাগণের রাসূলের অনুকরণ কেবল সাধারণ অবস্থায় ছিল না বরং সুখে-দুখে,জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছিল। রাসূল ﷺ এর আদেশ পালনার্থে শত্রুদের সাথে সন্ধির ব্যাপারেও গুরুত্ব দিয়েছেন।

عن سليم بن عامر قال كان بين معاوية رضى الله عنه وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم، حتى إذا انقضى العهد غزاهم فجاء رجل على فرس أو برذون ([99])وهو يقول: الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر فنظروا فإذا عمرو بن عبسة رضى الله عنه فأرسل إليه معاوية رضى الله عنه فسأله، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضى أمدها أو ينبذ إليهم على سواء، فرجع معاوية رضى الله عنه (أبوداود، صحيح)

অর্থ,সুলাইম বিন আমের ﷺ বলেন, মুআবিয়াহ ﷺও রুমদের মধ্যে (যুদ্ধ না করার সন্ধি ছিল,(চুক্তির মিয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে) মুআবিয়াহ ﷺ তাদের দেশের পানে যেতে আরম্ভ করেন,যাতে সন্ধির মিয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে যুদ্ধ করতে সক্ষম হন,এমন সময় জনৈক ব্যক্তি ঘোড়া অথবা কোন বাহনে আরোহণ করে এসে বলে,"আল্লাহু আকবার,আল্লাহু আকবার" অঙ্গীকার পূরণ করা কর্তব্য বিশ্বাসঘাতকতা নয়। তারা লোকটিকে

99 "বিরযাওন"জন্তু (সেহা,জাওহারী,ধাতু বিরযান ২০৭৮/৫,

চিনতে পারল সে"আম্‌র বিন আবাস ﵁" মুআবিয়াহ ﵁ এর কারণ জিজ্ঞাসা করার জন্য তাকে ডেকে পাঠান। অত:পর সে বল্‌ল, আমি রাসূল ﷺ কে বল্‌তে শুনেছি তিনি বলেছেন,যার কোন কাউমের সাথে সন্ধি আছে সে ঐ সন্ধির মিয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত তাতে কোন কম-বেশী করতে পারে না অথবা তাদেরকে সন্ধি শেষ হওয়ার ব্যাপারে অগ্রিম সংবাদও দিতে পারে না। রাসূল ﷺ এর এই নির্দেশনা শ্রবণ করে মুআবিয়াহ ﵁ ফিরে আসেন।(১০০)

[100] সহীহ সুনানে আবী দাউদ,কিতাবুল জিহাদ,পাঠ,মুসলিম ইমাম ও কাফেরের মধ্যে কোন সন্ধি থাকলে তার পানে (আক্রমনের)উদ্দেশ্যে যাওয়ার বিধান কি।হাদীস সংখ্যা৫২৮/২ ,২৩৯৭,সহীহ সুনানে তিমিযী,আবুআবোসুসিয়ার ফীল-গাদ্‌রে,হাদীস সংখ্যা ১১৪-১১৩/২ শব্দ আবু দাউদ।

রাসূলের আদেশ পালনার্থে সাহাবাগণের রেশম ব্যবহার বর্জন

ইমাম তাবারী বর্ণনা করেন,যখন মুসলিম সেনা ইয়ারমুক পৌছে তখন রুমদের নিকট সংবাদ পাঠায় যে, আমরা তোমাদের নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই,আমাদেরকে সেখানে গিয়ে আলোচনার সুযোগ দেয়া হোক। রুমী নেতার নিকট মুসলিমদের সংবাদ পৌছনোর পর তাদেরকে আসার ও সাক্ষাতের অনুমতি দেন।আবু উবাইদাহ,ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ান,আল-হারেস বিন হিশাম,যেরার বিন আল-আযওয়ার এবং আবু জান্দাল বিন সোহায়েল রুমী নেতার নিকট পৌছেন, যিনি রুমী বাদশাহর ভাই ছিলেন।[101]রুমী নেতার ত্রিশটি তাবু ও শিবির ছিল, যা ছিল সবই রেশমের তৈরী। যখন তাঁরা তার কাছে পৌছোন তখন তাঁরা সেখানে প্রবেশ করতে অস্বীকার করেন এবং বলেন,আমাদের জন্য রেশম ব্যবহার বৈধ নয়,আমাদের জন্য বাইরে আসুন,অত:পর

---

[101] তার নাম ছিল তাযারেক। দেখুন আল-বেদায়াহ অয়ান্নেহায়াহ ৯/৭।

রুমী সরদার বাইরে বিছানো কালীনের (কারপেটের) উপর এসে বসেন। এ সংবাদ যখন হিরাকলের নিকট পৌছে যায় তখন সে বলে, এটি প্রথম লাঞ্ছনা,আমি কি তোমাদের এ কথা বলিনি যে, শাম দেশ আর শাম নেই? এক অসুভ নতুন মানুষের আগমনের কারণে রুমীরা আজ ধবংস।(১০২) অন্য এক বর্ণনায় এ ভাবে রয়েছে: মুসলিম সেনারা বলেন, আমরা তাবুতে প্রবেশ করা বৈধ মনে করি না। অত:পর রুমী সরদার রেশমের কালীণ বিছানোর আদেশ দেন,মুসলিমরা বল্লেন,আমরা ঐ কালীনেও বসবো না,অবশেষে রুমী সরদার মুসলিমদের সাথে ঐ স্থানে সাক্ষাতের জন্য বসতে রাযী হয় যেখানে তাঁরা বসতে রাযী।(১০৩)

যুদ্ধের মাঠে শত্রুদের যুদ্ধের অবস্থাতেও রাসূল ﷺ এর অনুসরণ থেকে সাহাবাগণ গাফেল হননি। রাসূলের অনুসরণ করতে গিয়ে বাহ্যিক লাভ-নোকসানের পরোয়া তাঁরা করেননি। পূর্বোল্লেখিত ঘটনায় মুসলিম সেনাদের রুমের সীমানা থেকে ফিরে আসা বাহ্যিক ভাবে লাভজনক

---

102 তারিখে তাবারী ৪০৩/৩।

103 আল-বেদায়াহ অননেহায়াহ ৯-১০/৭।

ছিল না। কিন্তু তাঁরা বিশ্ব প্রতিপালকের প্রিয় ব্যক্তি (নবীﷺ) এর অনুকরণের ক্ষেত্রে এ ধরনের হিসাব কিতাব করেননি। বর্তমান যুগের দুর্বল ঈমান ও স্বল্প জ্ঞানের মুসলিমদের মত রাসূল ﷺ এর আনুগত্যের ক্ষেত্রে এই বলে পার্থক্য করতেন না যে, এটি তুচ্ছ সুন্নত,সেই জন্য এটি বর্জন করা হোক আর অন্যটি গুরুত্ব পূর্ণ সেটি গ্রহণ করা হোক। তাঁরা সুন্নত বর্জন করা থেকে অনেক দূরে ছিলেন। রাসূলের সুন্নতকে দৃঢ় ভাবে ধারণ করা এবং সেই মুতাবিক জীবন পরিচালনা করা তাদের পিপাসা ছিল। তাঁরা রাসূলের সুন্নত থেকে কেমন করে বিমুখ হবেন? যাঁরা তাঁর মুখ থেকে এই বাণী শ্রবণ করেছেন:

" وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري" (مسند أحمد برقم الحديث ٥١١٥ ،٧/١٢٢، وصححه الشيخ أحمد محمد شاكر إسناده)

অর্থাৎ আমার আদেশের বিরুদ্ধাচরণকারীদের উপর অপমান ও অসম্মান অবধারিত হয়েছে।(আহমাদ,হাদীস সংখ্যা,৫১১৫ ,৭/ ১২২, শায়েখ আহমাদ মুহাম্মাদ এই

হাদীসের বর্ণনা সূত্রকে শুদ্ধ বলেছেন)[104] তাঁরা তাঁর এই বাণীকে কেবল কর্ণে শ্রবণ করেছেন তা নয় বরং অন্তরের অন্তস্থলে এবং বক্ষে সুরক্ষিত রেখে জীবনের কোন ক্ষেত্রে তা চক্ষের আড়াল হতে দেননি।

মুসলিমদের জয়-পরাজয়কে আল্লাহ্ কয়েকটি বিষয়ে জড়িয়ে রেখেছেন তা যদি বর্তমান যুগের মুসলিমরা জানত (তাহলে তাদের জন্য কল্যাণকর হত) তার মধ্যে দুটি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ: রাসূলের আনুগত্য ও বিরুদ্ধাচরণ। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর অনুকরণ করবে তার জন্য রয়েছে সম্মান ও বিজয় আর যে ব্যক্তি তাঁর অবাধ্য হবে তার জন্য রয়েছে অপমান। মুসলিম যদি সত্য জিনিস জানত ও গুরুত্ব দিত তাহলে ধবংস ও অপমান থেকে মুক্তি পেত।

---

[104] এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ আব্দুল্লাহ বিন উমার থেকে বর্ণনা করেছেন,(দেখুন আল-মুসনাদ, হাদীস সংখ্যা ১২২/৭,৫১১৫,এটিকে শায়েখ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের সহীহ বলেছেন। (দেখুন :হুমেশুল মুসনাদ, ১২২/৭)

সাহাবাগণ রাসূল ﷺ কে নামাযের মধ্যে জুতো খুলতে দেখে অবিলম্বে তাদের জুতো খোলা

নবী প্রেমীরা কেবল তাঁর আদেশ বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধ ছিলেন না বরং আগ্রহের সাথে তাঁর ইশারা-ইঙ্গিত, কর্মকে গভীর ভাবে অনুধাবন করতেন এবং বাস্তবায়ন করতেন অথবা তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ এমন বিষয় থেকে দূরে থাকতেন যাতে তাঁদের প্রিয় ব্যক্তি সন্তুষ্ট হোন। এঁরাই ছিলেন সৎ ও উত্তম ব্যক্তি যাঁরা তাঁর আদেশ বাস্তবায়ন করতেন ও নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকতেন। রাসূলের আনুগত্যের উদ্দেশ্যে তাঁরা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাঁর সব কিছু খেয়াল করতেন, তাঁকে কোন কর্ম করতে দেখলে তা কাজে রূপান্তরিত করার জন্য প্রতিযোগিতা করতেন, কোন কিছু বর্জন করতে দেখলে তা বর্জন করার জন্য প্রতিযোগিতা করতেন। এ বিষয়ে আবু সাঈদ খুদরীর হাদীস যা ইমাম আবু দাউদ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه،إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فرأى ذلك القوم، ألقوا نعالهم، فلما

قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيها قذراً، وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما (أبوداود)

অর্থ,আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল ﷺ নিজ সাহাবাগণকে নামায পড়াচ্ছিলেন ইতি অবসরে জুতো খুলে বাম পার্শ্বে রাখেন,তাঁরা যখন তাঁকে একাজ করতে দেখেন তখন নিজেদের জুতো খুলে ফেলেন,রাসূল ﷺ যখন নামায শেষ করেন তখন তাঁদেরকে বলেন,কে তোমাদেরকে জুতো খুলতে উৎসাহিত করল? প্রত্যুত্তরে তাঁরা বলেন, আমরা আপনাকে জুতো খুলতে দেখি তাই আমরাও আমাদের জুতো খুলে ফেলি। অত:পর রাসূল ﷺ বলেন জিবরীল ﷺ আমার নিকট এসে সংবাদ দেন যে, তাতে (জুতোয়) অপবিত্র লেগে আছে। এরপর তিনি বলেন,তোমাদের মধ্যে কেউ যখন মাসজিদে আসবে তখন জুতো পানে

তাকিয়ে দেখবে, যদি তাতে কোন রূপ অপবিত্র অথবা কষ্টদায়ক কিছু দেখে তবে তা মুছে দিয়ে নামায আদায় করবে। (আবু দাউদ)[105]

আল্লাহু আকবার! তাঁরা রাসূলের আদর্শে আদর্শবান হতে কত আগ্রহী ছিলেন!! আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্টি হোন এবং তাঁদেরকে সন্তুষ্ট করুন। তিনি আমাদেরকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

---

[105] সহীহ সুনানে আবী দাউদ,কিতাবুস্সালাহ,পাঠ জুতা পরিহিত অবস্থায় নামায,হাদীস সংখ্যা ১২৮/ ১,৬০৫।

নবী ﷺ এর নিকট আযাবের কথা শ্রবণে জনৈক মহিলার নিজ গহনা ত্যাগ

পুরুষারাই কেবল রাসূলের অনুকরণ করতেন তা নয় বরং মু,মিনাহ মহিলা যাঁরা রাসূলকে ভালবাসতেন তাঁরাও তাঁর আনুগত্য করতেন।

عن عبد الله عمرو رضى الله عنهما قال إن امرأة أتت رسول الله ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان([106]) غليظتان من ذهب فقال: أتعطين زكاة هذا، قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعهما فألقاهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله عزوجل ولرسوله (ابوداود، صحيح)

অর্থ, আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক মহিলা তার কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলের কাছে আসে, তার কন্যার হাতে ছিল দুটি সোনার বালা, রাসূল ﷺ বললেন, তুমি কি এর যাকাত আদায় কর? সে বলল, না, রাসূল ﷺ বললেন, ঐ দুটি বালার কারণে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাকে জাহান্নামের আগুনের

---

106 বালা, (দেখুন গারীবিল হাদীস, ইবনুল জাওযী, মীম পাঠ, ৩৫৯/২)

দুটি বালা পরালে তুমি কি তাতে সন্তুষ্ট? বর্ণনাকারী বলেন, (এই কথা শ্রবণ করে) মহিলাটি তার হাত থেকে সে দুটি খুলে রাসূলের নিকটে দিয়ে বলেন, এ দুটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য। (আবুদাউদ, সহীহ)[107]

আল্লাহু আকবার! নবী ভক্তা মু,মিনা মহিলারাও বালার যাকাত প্রদানের মধ্য দিয়ে তাঁর আনুগত্য সীমাবদ্ধ ছিল না বরং সে দুটি ছেড়ে দেন এবং রাসূলের সামনে দিয়ে দেন।

রাসূলের আদেশ পালনার্থে গলি রাস্তায় জনৈকা পদচারিনীর কাপড় দেওয়াল স্পর্শ

রাসূলের জন্য মহিলাদের আনুগত্য বিরল,এ ধারণা যেন কেউ না করে।যে ব্যক্তি নিম্নে লিখিত মহিলাদের জীবন চরিত পাঠ করবে সে এটি উপলব্ধি করতে পারবে।

[107] সহীহ সুনানে আবী দাউদ,কিতাবুয্ যাকাত,পাঠ,কান্‌য কি?এবং গয়নার যাকাত,হাদীস সংখ্যা ২৯১/১, ১৩৮২।শায়েখ আল-বানী এটিকে উত্তম বলেছেন(দেখুন ,ঐ।

আসুন আমরা ইমাম আবু দাউদের বর্ণিত সেই রকমই একটি ঘটনা শ্রবণ করি:-

عن أبي أسيد الأنصاري رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد، فاختلط رجال مع النساء في الطريق،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن([108]) الطريق،عليكن بحافات الطريق، فكانت المرأة تلتصق بالجدار إن ثوبها يتعلق بالجدار من لصوقها به،
(ابوداود،صحيح)

অর্থ,আবু উসায়েদ ﵁ কর্তৃক বণিত,তিনি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছেন যে, যখন তিনি মাসজিদ হতে বের হন তখন রাস্তায় পুরুষ-মহিলাকে এক সঙ্গে যেতে দেখেন অত:পর মহিলাটিকে উদ্দেশ্য করে বলেন,রাস্তার মাঝখান দিয়ে তোমার চলা উচিৎ নয়, তোমাদের রাস্তার পাশে পাশে চলা উচিৎ। এরপর থেকে মহিলারা এমন ভাবে পথ চলত যে তাদের কাপড় দেওয়ালে লেগে যেত।(আবু দাউদ,সহীহ)(১০৯)

---

[108] মাঝ পথে চলা(দেখুন,বিদায়াহ ফী-গারীবিল হাদীস অল-আসার,ধাতু(,حقق) ৪১৫/১

[109] সহীহ সুনানে আবী দাউদ,কিতাবুল আদাব,পাঠ,রাস্তায় মহিলাদের পুরুষের সাথে চলা,হাদীস সংখ্যা ৯৮৯/৩, ৪৩৯২।

চতুর্থ নিদর্শনের আলোচনা শুরু করার পূর্বে আমরা নিজেদের বিচার করে দেখি যে, আমরা কি সে যুগের মহিলা-পুরুষের ন্যায় রাসূলের আনুগত্য করি? আমাদের মধ্যে কি অনেকে রাসূলের সুন্নতকে হত্যা করে দিনের সূচনা করে না?[১১০] আমাদের মধ্যে অনেক নাম ধারী মুসলিম মহিলা বাজারে ও অনুষ্ঠানে গিয়ে রাসূলের বিরোধিতা করে না? আমাদের মধ্যে এমন কিছু পুরুষ-মহিলা নেই কি ? তারা যখন অন্য পরিবেশে যায় তখন তাদেরকে মুসলিম না ইয়াহুদী-খৃষ্টান বলে চিনা যায় না?

---

[110] অর্থাৎ দাঁড়ি চাঁচা।

চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থ নিদর্শন

তাঁর সুন্নতের সাহায্য ও দ্বীনের প্রতিরক্ষা

এ কথা খুবই স্পষ্ট যে প্রেমিক নিজ শক্তি, জান-মাল ঐ পথেই বা উদ্দেশ্যে খরচ করে যে পথে তার প্রিয় ব্যক্তি খরচ করেছে। আল্লাহ তাঁর নবীকে শক্তি, সম্পদ যা দান করেছিলেন তার সব কিছুই মানুষকে অন্ধকার থেকে আলো, সৃষ্টির পূজা থেকে স্রষ্টার উপাসনার দিকে আনার জন্য খরচ করেছেন, আল্লাহর কালেমাকে প্রকাশ ও বিজয়ী, কাফেরদের কালেমাকে পরাস্ত করার জন্য যথাযথ জিহাদ ও লড়াই করেছেন যাতে ফিতনা বন্ধ হয় এবং আল্লাহর দ্বীন সম্পূর্ণ বিজয়ী হয়। যাঁরা রাসূল ﷺ কে ভালবাসেন তাঁরা তাঁর প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করেন

এবং পরিপূর্ণ ভাবে তাঁর চরিত্রে চরিত্রবান হন। আল্লাহর শত কোটি প্রশংসা আজও তারা নিজেদের শক্তি,জান-মাল ঐ উদ্দেশ্যে খরচ করছেন, যাতে তাদের প্রিয় নবী সম্পদ,সময় ও জীবন দান করেছেন। এ কথার প্রমাণে ঐ সকল সৎ ব্যক্তিদের কিছু নমুনা নিম্নে উল্লেখ করছি।

আল্লাহর পথে জীবন দান ও অন্যদেরকেও তার প্রতি আহবান

উহুদের যুদ্ধে মুসলিমদের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যায়, এ কথা যেমন ইতি পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে,ঐ যুদ্ধে লোকদের মাঝে মিথ্যা সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে রাসূল ﷺ নিহত হয়েছেন,এই সংবাদে প্রভাবিত হয়ে কতিপয় সাহাবা অস্ত্র ত্যাগ করে বসে যান,অত:পর আনাস বিন নাযর رضي الله عنه তাদের নিকট এসে বলেন,কে আপনাদেরকে বসিয়ে দিয়েছে? তাঁরা বললেন,রাসূল ﷺ নিহত হয়েছেন,আনাস বিন নাযর رضي الله عنه বললেন, রাসূলের মৃত্যুর পর আপনারা বেঁচে থেকে কি করবেন!উঠুন এবং মৃত্যু

বরণ করুন সেই পথে যে পথে রাসূল ﷺ মৃত্যু বরণ করেছেন।[111] আল্লাহর কালেমাহকে বিজয়ী ও দ্বীনের প্রতিরক্ষার জন্য তিনি কি ভাবে জীবন দান করেছেন?

عن أنس رضى الله عنه قال :فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون(١١٢) قال (أنس بن النضر رضى الله عنه):اللهم إني اعتذر إليك مما صنع هولاء- يعني أصحابه- و أبرأ إليك مما صنع هولاء- يعني المشركون- ثم تقدم فاستقبله ابن معاذ- رضى الله عنه- فقال:يا سعد بن معاذ الجنة سعد ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد . قال سعد رضى الله عنه فما استطعت يارسول الله ما صنع ، قال أنس رضى الله عنه فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ، و وجدناه قد قتل ومثل(١١٣) به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس رضى الله كنا نرى أو نظن أن هذه الأية نزلت فيه وفي أشباهه" من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخر الأية (البخاري كتاب الجهاد)

---

[111] দেখুন সিরাতে ইবনে হিশশাম,৩০/৩,এবং আসসিরাতুন্ নাবাবীয়াহ,ইবনে হিব্বান আল-বাসতী পৃ: ২২৫,অয়া জাওয়ামেউস্ সিরাহ পৃ: ১৬২।

[112] অন্য বর্ণনায় "ইনহাযামাননাস" শব্দ এসেছে।(দেখুন ফাতহুলবারী ২২৬)

[113] নাক,কান কাটা ইত্যাদি।(দেখুন ঐ।)

অথ,´আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত,তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধে মুসলিমরা যখন পিছিয়ে যায় তখন (আনাস বিন নাযর) বলেন,হে আল্লাহ! এরা অর্থাৎ সাহাবারা যা করেছেন তার জন্য আমি আপনার কাছে দোষ মুক্ত হতে চাচ্ছি, আর মুশরিকরা যা করেছে তা থেকে সম্পর্ক ছেদ করছি। অত:পর তিনি সামনে এগিয়ে যান এবং সা,দ বিন মুআযের সাথে সাক্ষাৎ হয়, অত:পর বলেন,হে সাআদ,নাযরের রবের কসম:জান্নাত,উহুদ পাহাড়ের ঐ দিক থেকে আমি জান্নাতের সুগন্ধ পাচ্ছি। সাআদ বিন মুআয বলেন, হে আল্লাহর রাসূল,তিনি (আনাস বিন নাযর) যা করেছেন আমি তা করতে পারিনি। হাদীস বর্ণনাকারী আনাস ﷺবলেন,আমরা তাঁর শরীরে আশির অধিক তলোয়ারের আঘাত অথবা বর্শার অথবা তীরের আঘাত দেখতে পেয়েছি। তাঁকে আমরা মৃতাবস্থায় দেখতে পেয়েছি,মুশরিকরা তখন তাঁকে তাঁর নাক-কান কেটে মুড়ো বানিয়ে দিয়েছে, কেবল তাঁর বোন তাঁর আঙ্গুল দেখে চিনতে পারে, আর কেউ চিনতে সক্ষম হয়নি। আনাস ﷺ বলেন,আমরা মনে করি নিম্ন লিখিত আয়াতটি :

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
(অর্থাৎ কতিপয় মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর সাথে যে অঙ্গীকার করেছিল তা সত্য প্রমাণ করেছেন) তাঁর এবং ঐধরণের সাহাবীদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে।(বুখারী)(১১৪)

রাসূলের বার্তা পৌছাতে গিয়ে জীবন দানের সময় হারাম বিন মিলহানের আনন্দ প্রকাশ

রাসূল ﷺ এর অন্য এক প্রকৃত প্রেমী কাফেরের নিকট রাসূলের বার্তা পৌছাঁতে গিয়ে ফলার আঘাতের শিকার হন,যাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। কিন্তু তিনি আহত হওয়ার পর আল্লাহ তাঁকে এতটা সময় দেন যে তিনি এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পূর্বে শহীদী দর্জা পাওয়ার সুবাদে নিজ স্পৃহা প্রকাশ করতে পারে। তাঁর ঐ

---

[114] সহীহ বুখারী,কিতাবুল জিহাদ,পাঠ,আল্লাহর বানী,(من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا) হাদীস সংখ্যা ২ ১/৬,২৮০৫।

ঈমাণী জাযবার (স্পৃহার) কথা বুখারীতে এ ভাবে বর্ণিত হয়েছে:

عن أنس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله- أخ لأم سليم في سبعين راكبا، فانطلق- حرام أخو لم سليم- و (١١٥)هو رجل أعرج ورجل من بني فلان، قال حرام : كونا قريبا حتى آتيهم فأن آمنوني كنتم(١١٦) وإن قتلوني أتيتم أصحابكم، فقال أتأمنوني أن أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فجعل يحدثهم(١١٧) فأومؤوا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه.قال همام (أحد رواة الحديث): أحسبه حتى أنفذه بالرمح. قال الله أكبر! فزت ورب الكعبة (البخاري)

অর্থ, আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত,রাসূল ﷺ নিজ মামাকে সত্তর জনের এক কাফেলায় প্রেরণ করেন,তাদের সঙ্গে "হারাম"উম্মে সুলাইমের ভাইও যান,তিনি ছিলেন পা খোঁড়া মানুষ,তার সঙ্গে অন্য গোত্রের লোকও ছিল।

---

[115] হাফেয ইবনে হাজর বলেন,আমার মনে হচ্ছে (وهو) তে ولو কাতেবের (লেখকের) ভুলে আগে হয়ে গিয়েছে। শুদ্ধ হচ্ছে هو و رجل (দেখুন ফাতহুলবারী ৩৮৭/৭

[116] অন্য বর্ণনায় ফাইন আমানুনী কুনতুম কারীবান মিন্নী শব্দ এসেছে,(দেখুন ঐ।

[117] অন্য বর্ণনায় রয়েছে,হারাম বের হয়ে বলল,হে মউনা কূয়ার আশে পাশের অধিবাসী আমি রাসূলের পক্ষ হতে প্ররেরিত ব্যক্তি, সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনো,এর পর যে নিজ ফলা দ্বারা ঘর ভেঙ্গেছে সে বেরিয়ে এসে তাঁর পাঁজরে এমন জোরে আঘাত করে যে তা অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়।(দেখুন।ঐ)

"হারাম" তাদের দুজনকে বললেন, আমি যখন তাদের (কাফেরদের) পানে যাব তখন তোমরা আমার নিকটে থাকবে, যদি তারা আমাকে নিরাপত্তা দেয় তাহলে আমার কাছে থাকবে, আর যদি আমাকে হত্যা করে তবে তোমরা নিজ সঙ্গীদের নিকটে চলে যাবে। অত:পর তিনি (কাফেরদের) লক্ষ্য করে বলেন, আমি তোমাদের নিকট রাসূলের বার্তা পৌছাঁতে চাই, তোমরা কি আমাকে নিরাপত্তা (তা পৌঁছানোর সুযোগ) দিতে চাও? । এ ভাবে তিনি তাদের সাথে কথা বলতে থাকেন, ইতি অবসরে তারা তাদের মধ্যে একজনকে ইশারা করে, অত:পর সে তাঁর (হারামের) পিছন দিক থেকে এসে তাকে ফলা দ্বারা আঘাত করে। (হাম্মাম) জনৈক হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হচ্ছে, ফলা দ্বারা তাকে এত জোরে আঘাত করা হয় যে তা এক দিক থেকে অপর দিকে বেরিয়ে যায়। সে সময় অর্থাৎ আহতাবস্থায় তিনি বলেন, কাবার রবের কসম আমি কৃতকার্য হয়েছি। (বুখারী)[118] এই সেই সত্য প্রেম যা প্রেমিককে তার প্রিয় পাত্রের

---

[118] সহীহ বুখারী ,কিতাবুল মাগাযী,পাঠ,রাজী, রে,ল,যাকওয়ান বিরে মউনার যুদ্ধ,হাদীস সংখ্যা ৩৮৬-৩৮৫/৭,৪০৯১।

(রাসূলের) বার্তা পৌঁছানোর সময় জীবন দানকে সাফল্য বলে বিবেচনা করিয়েছে। কাবার রবের কসম! প্রকৃত পক্ষে এটিই হচ্ছে সাফল্য। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ঐ সাফল্য থেকে বঞ্চিত করেন না। আমীন।

নবী ﷺ এর মৃত্যু ও মহা সংকট মুহূর্তেও আবু বাকর কর্তৃক উসামার সেনা বাহিনীকে প্রেরণ

রাসূল ﷺ এর মৃত্যুর পর সাহাবাগণ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন,কারণ আরবরা পুনরায় ধর্ম ত্যাগ করতে আরম্ভ করে এবং তারা মুসলিমদের বাসস্থান মদীনায় তাদের উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা করে,সাহাবাগণ রাখাল বিহীন উঁটের ন্যায় হয়ে যান, যেমন আম্মার বিন ইয়াসির মন্তব্য করেছেন। তিনি আরো বলেন,মদীনা, মদীনাবাসীদের জন্য আংটির চেয়েও সংকীর্ণ হয়ে যায়।[119]এই কঠিন ও জটিলাবস্থায় উসামা ﷺ এর সেনা পাঠানোর প্রসঙ্গ এসে যায় যা রাসূল ﷺ মদীনা থেকে দূরে

---

[119] দেখুন আস্‌সিরাতুন্ নাবাবীয়াহ,ইবনে হিব্বান আল্‌বাসতী পৃ: ৪২৮।

শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু নবীজীর অসুস্থতা ও তাঁর মৃত্যুর কারণে সেনা পাঠানো স্থগিত হয়ে যায়, নবীজীর এক নম্বর প্রেমী আবু বাক্র তাঁর (নবীজীর) আদেশের ব্যাপারে কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন? ইমাম তাবারী আসেম বিন আদী থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা আমরা এবার শ্রবণ করি। তিনি বলেন,নবী ﷺ এর মৃত্যুর দ্বিতীয় দিনের পর আবু বাক্র ﷺ এর পক্ষ হতে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা দেন:উসামার সেনা পরিপূর্ণ ভাবে প্রস্তুত করা হোক,উসামার কোন সেনা যেন মদীনায় অবশিষ্ট না থাকে,বরং (জুরফে) [120] সেনা শিবিরে চলে যায়। (তারিখ,আত্‌তাবারী,৩য়:২২৩)

মদীনার অবস্থার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে উসামা ﷺ যখন সেনা দলের সঙ্গে মদীনায় অবস্থান করার জন্য আবু বাক্র ﷺ এর নিকট অনুমতি চান তখন তিনি তার প্রতি পত্র লেখেন:

[120] শামের পথে মদীনা থেকে তিন কিলো মিটার দুরে একটি স্থানের নাম।(ম,জামুল বুলদান,সংখ্যা ১৪৯/২,৩০৫৩। তারিখে তাবারী ২২৩/৩।

" ما كنت لأستفتح بشئ أولى من إنفاذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن تخطفني الطير أحب إلى من ذلك"

অর্থ,রাসূল ﷺ এর আদেশ বাস্তবায়ন ব্যতীত আমি আমার (খেলাফতের) কোন কর্ম আরম্ভ করা পছন্দ করি না। এ ছাড়া অন্য কোন কর্ম দ্বারা আরম্ভ করার চেয়ে কোন পাখির আমাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয়।(১২১) তারা যখন নবী ﷺ এর মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণ করেন তখন তাঁরা তাঁকে মদীনার উপর শত্রুদের আক্রমণের কথা স্মরণ করিয়ে দেন,অত:পর আবু বাকর ﷺ তাঁদের কথা এ ভাবে খন্ডন করেন:

"أنا أحبس جيشا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اجترأت على أمر عظيم والذي نفسي بيده لأن تميل العرب أحب إلى من أن أحبس جيشا بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم" (تاريخ الإسلام للذهبي ٢٠-٢١)

অর্থ,রাসূল ﷺ যে সেনা পাঠাতে চেয়েছেন তা আমি আবদ্ধ করে রাখবো? এ তো তুমি দু:সাহসের কথা বললে, ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন আছে,

---

121 তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত পৃ: ১০০।

(আরবদের-শত্রুদের) প্রতি রাসূল ﷺ যে সেনা প্রেরণ করতে চেয়েছেন তা আবদ্ধ করার চেয়ে আরবদের (শত্রুদের) আক্রমন আমার নিকট অনেক প্রিয়।(১২২) অন্য বর্ণনায় এসেছে: তিনি বলেন,ঐ সত্তার কসম! যাঁর হস্তে আবু বাক্‌রের জীবন আছে, আমি যদি জানতাম যে হিংস্র পশু আমাকে থাবা মেরে নিয়ে যাবে তবুও আমি উসামার সেনা দলকে পাঠাতাম যা পাঠাতে রাসূল ﷺ আদেশ দিয়েছেন ,আমি ছাড়া মদীনায় কেউ যদি অবশিষ্ট না থাকে তাহলেও আমি তা বাস্তবায়ন করব। (তারিখ,আত্‌তাবারী,৩ /২২৫)

আল্লাহর কসম! যিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই,এই হচ্ছে নবীজীর প্রকৃত প্রেমী। তাঁকে (আবু বাক্‌রকে) দেখা যায় যে, তিনি সৈনিকদের বিদায়ের সময় বের হয়ে হেঁটে যাচ্ছেন,উসামা رضي الله عنه বাহনের পৃষ্ঠে অরোহিত হয়ে আছেন,আব্দুর রহমান বিন আওউফ তাঁর সওয়ারীর লাগাম ধরে আছেন,উসামা رضي الله عنه তাঁকে বলছেন,হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা,আমি আল্লাহর

---

[122] তারিখে ইসলাম , আয্‌যাহাবী(খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ পৃ: ২১-২০

কসম করে বলছি আপনি সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করুন,নচেৎ আমি আমার বাহনের পৃষ্ঠ হতে অবতরণ করব,। প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন,আল্লাহর কসম আমি বাহনের পিঠে উঠবো না।আল্লাহর পথে কিছুক্ষণের জন্য আমার পদদ্বয় যদি ময়লা-মাটি স্পর্শ করে তাতে কি আসে যায়।[123] অত:পর তিনি উসামাকে উপদেশ দেন যে, আপনি ঐ কর্ম করুন রাসূল ﷺ যা করতে আদেশ দিয়েছেন,[124] "কোযাআহ" নামক স্থান থেকে যুদ্ধ করুন,অত:পর "আবেল" নামক স্থানে আসুন এবং রাসূলের আদেশ পালনে কোন অংশ কম করবেন না। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে,তিনি বলেন,হে উসামাহ আপনি সেনাদলকে ঐ দিকেই নিয়ে যান যে দিকে নিয়ে যেতে আদিষ্ট হয়েছেন এবং যুদ্ধ আরম্ভ করুন সেখান থেকে যেখান থেকে আল্লাহর রাসূল আরম্ভ করতে আদেশ দিয়েছেন। [125] প্রিয় নবীর আদেশানুযায়ী দ্বীনের

---

[123] তারিখ,আত্তাবারী, ২২৬৩/)

[124] ঐ।

[125] (তারিখুল ইসলাম,২০-২১)

কালেমা বিজয়ী ও প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে বের হওয়াই হচ্ছে নবী প্রেমের প্রকৃত পরিচয়।

কঠিনাবস্থা সত্ত্বেও মুরতাদ ও যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে আবু বাক্‌র ﷺ এর যুদ্ধ।

যখন যাকাত না দেয়ার বিষয় সামনে আসে তখন এই প্রকৃত নবী প্রেমীকে আমরা দেখি যে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা ও সিদ্ধান্ত তাঁর প্রসিদ্ধ বাণী দ্বারা এ ভাবে প্রকাশ করেন:

،،، والله لو منعوني عقالا(١٢٦) كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. (مسلم)

---

[126] (একা,লান),ঐ রশী যা দ্বারা উট বাঁধা হয় এবং যা যাকাতেও নেয়া হত,কারণ যাকাত প্রদনকারী উটের সাথে তা দিয়ে দিত, বাঁধনের মাধ্যম ছাড়া তো উট গ্রহণ করা হয় না।(দেখুন আন্‌নেহায়াহ ফী গারীবিল হাদীস অল-আসার,ধাতু "عقل" ২৮০/৩,

অর্থাৎ,আল্লাহর কসম! তারা যদি একটি দড়ি বা রশি দেয়া বন্ধ করে যা রাসূল ﷺ এর যুগে দেয়া হত তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।[127]

অত:পর আবু বাকর رضي الله عنه যখন মুরতাদ গোষ্ঠীর মদীনা আক্রমনের প্রতিজ্ঞা জানতে পারেন তখন তিনি স্বয়ং তলোয়ার শানিয়ে বেরিয়ে পড়েন। মু,মিনীন জননী আয়েশা সিদ্দীকাহ (রা) বলেন,আমার পিতা খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে সাওয়ারীর পিঠে চড়ে"যিল্‌কিস্‌সার"[128]অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান।[129] তাঁর প্রতিনিধিকে যুদ্ধের মাঠে পাঠিয়ে তাঁকে মদীনায় থাকার জন্য অনুরোধ করা হয় তখন তিনি এই কথা বলে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন যে, না, আমি তা করব

---

[127] সহীহ মুসলিম,কিতাবুল ঈমান,পাঠ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা পযর্ন্ত মানুষের সাথে যুদ্ধ করা,হাদীস সংখ্যা ৫২/ ১,৩২।

[128] "যিলকিস্‌সা"একটি স্থানের নাম, মদীনা ও তার মধ্যে কুড়ি কিলো মিটারের দুরত্ব,এটি যুবদাহর রাস্তা (মু,যামুলবুলদান,৪ ১৬/ ৪,৯৭২০।

[129](বিদায়াহ-নিহায়াহ,৬/৩৫৫)

না,বরং আমার জীবন দিয়ে তোমাদের সাহায্য করতে চাই। (১৩০)

রাসূলের এই সত্য প্রেমীকে, প্রিয় নবীর আনীত দ্বীন, বের হওয়ার জন্য আহবান করছে তা শ্রবণ করে তিনি কেমন করে বসে থাকতে পারেন? উজ্জ্বল ও স্পষ্ট শরীয়ত যা আল্লাহ নিজ প্রিয় নবীর উপর অবতীর্ণ করেছেন তার আর্তনাদ শ্রবণের পর কেমন করে নিরবে বসে থাকতে পারেন? এ সমস্ত নবী প্রেমীরা কোথায় আর আমরা কোথায়? পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম দিগন্তে সত্য দ্বীন আমাদের নিকটে আর্তনাদ করছে,তা কি আমরা শ্রবণ করছি না? নিকট ও দূর হতে,পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে ইসলামের ফরিয়াদ আমরা শুনতে পাচ্ছি না? আছে কেউ ঐ ডাকে সাড়া দেয়ার মত? আমাদের মধ্যে অনেকে নবী প্রেমের দাবী করলেও তারা কি এ কথার ভয় বা চিন্তা-ভাবনা করে না যে তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

[130] তারিখুত্‌তাবারী,২৪৭৩,এবং দেখুন আল-কামেল ফী-ত্‌তারীখ ,ইবনে আসীর ২৩৩/২ আল-বিদায়াহ-অননেহায়া,৩৫৫/৬

لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغـــــافلون(الأعـــــراف:١٧٩)

অর্থাৎ, তাদের অন্তর আছে কিন্তু তা দ্বারা বুঝার চেষ্টা করে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু দর্শন করে না, কান আছে কিন্তু শ্রবণ করে না। এরাই তো চতুস্পদ জন্তুর ন্যায় বরং আরও অধম এবং এরাই হচ্ছে গাফেল।[131]

শত্রুদের আশ্রয়স্থল বাগানের দরজা খুলার উদ্দেশ্যে ভিতরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য বারা, এর আবেদন

ইয়ামামাহর যুদ্ধে মুসাইলামাহ কায্যাবের যোদ্ধারা যখন (প্রাণ ভয়ে) এক বাগানে প্রবেশ করে তার গেট বন্ধ করে দেয়, তখন নবীর এক প্রেমী তার ভাইদের কাছে দেয়াল টপকিয়ে বাগানের ভিতরে ফেলে দেয়ার আবেদন করে যাতে সে মুসলিমদের জন্য দরজা খুলে দিতে পারে।

---

[131] (আ,রাফ: ১৭৯)

ইমাম তাবারী তাঁর কাহিনী নিজ গ্রন্থে এ ভাবে বর্ণনা করেন; মুসলিমরা যুদ্ধ করেন,এমন কি শত্রুরা "হাদীকাতুল মাউত" অর্থাৎ মরণের বাগানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়,সেখানে আল্লাহর দুশমন "মুসাইলামাহ আল-কায্যাব"ও আশ্রয় নেয়। অত:পর বারাআ ইবনে মালেক ﷺ বলেন, হে মুসলিম বাহিনী! তোমরা আমাকে তাদের কাছে বাগানের ভিতরে নিক্ষেপ কর। অন্য বর্ণনায় "আল-কুনী"শব্দের পরিবর্তে"ইরমুনী" শব্দ উল্লেখিত হয়েছে, [132]দুই শব্দের অর্থ একই (নিক্ষেপ),তারা বললেন, হে বারা,তুমি এ কাজ কর না, প্রত্যুত্তরে বারা,বল্লেন,আল্লাহর কসম! তোমরা আমাকে ভিতরে তাদের কাছে নিক্ষেপ কর। অত:পর তাঁরা তাঁকে উঠিয়ে বাগানের ভিতরে দেয়ালের কাছে নিক্ষেপ করে। এরপর তিনি লড়তে-লড়তে বাগানের গেট খুলে ফেলেন এবং মুসলিমরা বাগানে প্রবেশ করে ও যুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ইচ্ছায় মুসলিমদের হাতে মুসাইলামাহ নিহত হয়।[133]

---

[132] দেখুন আস্সিরাতুন নাবাবীয়াহ অয়া আখবারুল খোলাফা,আল-বাসতী পৃ: ৪৩৮।

[133] তারীখুত্তাবারী ২৯০/৩ এবং দেখুন আল-কামেল ফী-ত্তারীখ ২৪৬/২।

আল্লাহু আকবার! আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য বারা, কেমন করে নিজ আত্মাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন? অথচ সেটি একটি মূল্যবান জিনিস বরং কাবার রবের কসম! আমাদের মত সহস্র মানুষের আত্মার চেয়েও মূল্যবান।

ইয়ারমুকের যুদ্ধে মৃত্যুর জন্য চার শ, মানুষের অঙ্গীকার

আল্লাহর কালেমা বিজয়ী, দ্বীনের প্রতিরক্ষা এবং ফিতনা-ফাসাদ বিমোচনের জন্য ইয়ারমুকের যুদ্ধে চারশো জন রাসূলের প্রকৃত প্রেমিক মৃত্যুর অঙ্গীকার করেছেন। হাফেয ইবনে কাসীর আবু উসমান আল-গাস্‌সানী থেকে তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইকরামাহ ইবনে আবু জেহেল বলেন,

" قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن، وأفر منكم اليوم ثم نادى من يبايع على الموت "

অর্থাৎ,আমি রাসূল ﷺ এর সঙ্গে বহু স্থানে যুদ্ধ করেছি আজ তোমাদের কাছ হতে পালিয়ে যাব? অত:পর তিনি হাঁক দিয়ে বলেন,মৃত্যুর জন্য কে অঙ্গীকার করতে চাও? তাঁর কথায় মুসলিমদের মধ্য থেকে তাঁর চাচা হারেস বিন হিশাম, যিরার বিন আযওয়ার সহ চারশো জনের মত হাতে হাত মিলান এবং খালেদের তাবুর সামনে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করে আহত এবং নিহত হন। তার মধ্যে যিরার বিন আযওয়ারও একজন।(আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) (১৩৪) (বিদায়াহ-নিহায়াহ,৭/ ১১- ১২,আল-কামেল ফিত্তারীখ ২/২৮৩)

---

[134] অল-বেদায়াহ অয়ান্নেহায়াহ ১২-১১/৭,এবং দেখুন তারিখে তাবারী ৪০/৩, আল-কামেল ফী-ত্তারীখ ২৮৩/২ ।

মুসলিমদের জন্য এক বৃহৎ দূর্গের গেট খুলার উদ্দেশ্যে যুবাইয়ের ﷺ এর তার উপর উঠা

মিশরের মাটিতে আর একজন প্রকৃত নবী প্রেমীকে আমরা দেখদে পাচ্ছি যিনি আল্লাহর জন্য নিজ জীবন কুরবানী করেছেন এবং ঐ কাজ করেছেন যে কাজ বারা, বিন মালেক ইয়ারমুকের যুদ্ধে করেছেন। এই একই ধরণের কুরবানীতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কারণ তাঁরা সকলে একই স্কুল থেকে শিক্ষা নিয়েছেন এবং একই প্রিয় ব্যক্তির প্রেমী, স্কুল হচ্ছে মুহাম্মাদী স্কুল আর প্রিয় ব্যক্তি হচ্ছে নবী মুহাম্মাদ ﷺ।

ইমাম ইবনে আব্দুল হাকাম তাঁর (যুবাইর এর) ও তাঁর সঙ্গীদের কাহিনী এভাবে বর্ণনা করেন; আম্র বিন আসের পক্ষে যখন (মিসর) জয় করতে বিলম্ব হয় তখন যুবাইর ﷺ বলেন, আমি আমার জীবনকে আল্লাহর জন্য হেবা করে দিচ্ছি, আমি (আল্লাহর কাছে) আশা করি এর কারণে মুসলিমরা জয়ী হবে। "পায়রা" বাজারের দিক থেকে দূর্গের পাশে সিঁড়ি ফিট করেন এবং দূর্গের উপরে

উঠেন ও সঙ্গীদের আদেশ দেন যে, তারা যখন তাকে তাকবীর বলতে শুনবে তখন তারা যেন সকলে তার সঙ্গে তাকবীর দিতে আরম্ভ করে। যখন তারা তাকে হাতে তলোয়ার নিয়ে দূর্গের উপর তাকবীর দিতে দেখে তখন বেশী সংখ্যায় মানুষ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে আরম্ভ করে এমন কি সিঁড়ি ভেঙ্গে যাওয়ার আশংকায় আম্‌র বিন আস্‌ তাদেরকে নিষেধ করেন।

যুবাইর ﷺ এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা যখন দূর্গের মধ্যে প্রবেশ করে তাকবীর দেয় ও মুসলিম বাহিনী দূর্গের বাইরে থেকে উত্তর দেয় তখন দূর্গবাসীরা নিশ্চিত হয়ে যায় যে, আরবরা সকলে দর্গের মধ্যে প্রবেশ করেছে ফলত: তারা দূর্গ ত্যাগ করে পলায়ন করে। অত:পর যুবাইয়ের ও তার সঙ্গীরা দূর্গের গেটের কাছে আসে এবং গেট খুলে দেয়,এরপর মুসলিম বাহিনী দূর্গের মধ্যে প্রবেশ করে।[135] সাহাবাগণের দ্বীনের কি ভালবাসা ছিল এবং কেমন ছিল তাঁদের কুরবানী। (রাযি আল্লাহু আনহুম)

[135] মিসর জয় ও তার সংবাদ পৃ: ৫২।

মুসলিমদের বিজয়ের উদ্দেশ্যে নু,মান বিন মুকার্রিনের আল্লাহর সমীপে শাহাদাত কামনা

নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে অন্য এক নবী প্রেমীকে প্রত্যক্ষ করছি যিনি মুসলিমদের বিজয়ের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নিকটে শাহাদাত কামনা করেন। হাফেয আয্যাহাবী নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেন।

قال النعمان بن مقرن رضى الله عنه لما التقى الجمعان في معركة نهاوند : إن قتلت فلا يلوى علىّ أحد ، وإني داع بدعوة فآمنوا،ثم دعا اللهم ارزقني الشهادة بنصر المسلمين،فأمن القوم ، فكان النعمان أول صريع رضى الله عنه (تاريخ الإسلام ٢٢٥، الكامل في التاريخ ٥/٣)

অর্থ,নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে যখন দুই বাহিনীর যুদ্ধ হয় তখন মুকার্রিন ﷺ বলেন, আমি যদি নিহত হই তাহলে কোন ব্যক্তি যেন আমাকে পিছনে ফিরে না দেখে। আমি একটি দুআ করব তোমরা তাতে আমীন বলবে। অত:পর দুআ করেন হে আল্লাহ! মুসলিমদের বিজয়ের উদ্দেশ্যে আপনার সমীপে শাহাদাতের কামনা করছি। এই দুআতে সকলে আমীন বলে। এই যুদ্ধে সর্ব প্রথম শহীদ ছিলেন

নু,মান বিন মুকার্রিন।[136] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হে আল্লাহ! আপনি আপনার দ্বীনের সম্মান প্রদান করুন,নিজ বান্দাদের সাহায্য করুন,নিজ বান্দার সাহায্য ও দ্বীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে নু,মানকে আজকের দিনে প্রথম শহীদ হিসেবে গ্রহণ করুন।[137] কত বিশাল এই প্রার্থনা? বড় ভাগ্যবান ও ধৈর্যধারণকারী ব্যতীত ইহা কেউ পায় না।

মুসলিমদের আল্লাহর পথে জীবন দানের অভিলাষ

আল্লাহর দ্বীনের বিজয় এবং ফিতনাহ মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে প্রকৃত নবী প্রেমী মুসলিমদের আল্লাহর পথে জীবন দানের অভিলাষের যে কথা উবাদাহ বিন সামেত ﷺ মুকাওকিসকে স্পষ্ট করে লিখেছিলেন, সেই কথা দিয়েই আমার কথার ইতি টানতে চাই। উবাদাহ বিন সামেত ﷺ

136 তারিখে ইসলাম পৃ: ২২৫
137 দেখুন আল- ফী-তত্তারীখ ৫/৩।

বলেন, আমাদের মধ্যে সকলেই সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর নিকট শাহাদাতের কামনা করে। নিজ পরিবার,মাতৃভূমি ও দেশে ফিরে না যাওয়ার আশা পোষণ করে। আমাদের কেউ পিছনে ফেলে আসা জিনিস নিয়ে চিন্তা করে না। আমাদের সকলে তো নিজ পরিবার সন্তানাদি আল্লাহর দায়িত্বে রেখে এসেছে,বর্তমানে আমাদের গন্তব্যস্থল হলো সামনে।(১৩৮)

এখন আমার প্রশ্ন হলো ঐ মানসিকতার মানুষ আমাদের মধ্যে কেউ আছে? হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে তাদের মত করুন। কবুল করুন হে বিশ্ব প্রতি পালক।

সমাপ্তি

ঐ আল্লাহর প্রশংসা যিনি এই অধমকে এ ধরণের পুস্তিকা লিখার তাওফীক দিয়েছেন,এটি তাঁর সমীপে

138 মিসর বিজয় ও তার সংবাদ পৃ: ৫৪।

গৃহীত হোক এটাই আমার আশা। এই পুস্তিকায় বেশ কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে:

১- নিজ জীবন, পিতা-মাতা, পরিবার, সম্পদ এবং সকল মানুষের চেয়ে রাসূল ﷺ কে ভালবাসা অপরিহার্য।

২- রাসূলের প্রেম দুনিয়ায় ঈমানের স্বাদ গ্রহণ ও আখেরাতে তাঁর সঙ্গ স্পর্শে থাকার মাধ্যম।

৩- নবী প্রীতির কতিপয় নিদর্শন:

ক) রাসূলের সাহচর্য ও দর্শনের প্রবল আগ্রহ, দুনিয়ায় অন্য কিছু হারানোর তুলনায় ঐ দুটি হারানো অতি কষ্টের অনুভূতি।

খ) রাসূলের জন্য জান-মাল কুরবাণী দেয়ার পূর্ণ প্রস্তুতি।

গ) তাঁর আদেশ বাস্তবায়ন ও নিষিদ্ধ কর্ম বর্জন।

ঘ) তাঁর সুন্নতের সহযোগিতা ও শরীতের প্রতিরক্ষা।

৪- তাঁর প্রতি সাহাবাগণের ভালবাসা ছিল প্রকৃত ভালবাসা, তাঁর দর্শন, সাহচর্য দুনিয়ার সকল বস্তুর চেয়ে তাঁদের নিকট অধিক প্রিয়। তাঁর জন্য জান-মালকে

কুরবাণী করাকে মঙ্গলজনক মনে করা। যেমন তাঁর আদেশ পালনার্থে ও নিষিদ্ধ বিষয়াদি বর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা। আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়তের প্রতিরক্ষা,রাসুলের সুন্নতের সাহায্যের উদ্দেশ্যে নিজদের অমূল্য জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান।

আমি নিজকে ও সকল মুসলিম ভাইকে সাহাবাদের ন্যায় রাসূলের প্রতি প্রকৃত ভালবাসার উপদেশ দিচ্ছি। নিছক মুখের দাবীতে কিছু যায় আসে না,মুখের দাবীতে লাভ হয় না বরং ক্ষতি হয়।

আমাদের নবীর,তাঁর সহচর এবং অনুসারীদের উপর শান্তির ধারা বর্ষিত হোক। ওয়া আখের দা,ওয়ানা আনিল হামদুল্লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

----- o -----

المراجع

١ -"أيسر التفاسير" للشيخ أبي بكر جابر الجزائري الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ.

٢-"البداية والنهاية" للحافظ ابن كثير. ط: مكتبة المعارف بيروت الطبعة الثانية ١٣٩٤هـ.

٣-"بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني" للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا. ط: دار الشهاب القاهرة بدون الطبعة وسنة الطبع.

٤-" تاريخ الإسلام" للحافظ الذهبي بتحقيق د. عمر عبد السلام تدمري. ط: دار الكتاب العربي بيروت. الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ.

٥-"تأريخ خليفة بن خياط " بتحقيق د. أكرم ضياء العمري.ط: دار طيبة ،الرياض .الطبعة الثانية ، ١٤٠٥هـ.

٦-"تاريخ الطبري" المسمى(تاريخ الأمم والملوك) للإمام ابن جرير الطبري بتحقيق الأستاذ أبي الفضل إبراهيم. ط: دار سويدان بيروت، بدون سنة الطبع.

٧-"تفسير القرطبي" المسمى(الجامع لأحكام القرآن) للإمام أبي عبد الله القرطبي. ط" دار إحياء التراث العربي بيروت. سنة الطبع١٩٦٥م.

٨-"تفسير الكشاف" لأبي القاسم جار الله الزمخشري. ط: دار المعرفة بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع.
٩-"جوامع السيرة" للإمام ابن حزم،بتحقيق د. إحسان عباس ، ود. ناصر الدين الأسد، الناشر: حديث أكادمي فيصل آباد باكستان.سنة الطبعة ١٤٠١هـ.
١٠-"زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه سلم"، للإمام ابن قيم الجوزية. ط: مؤسسة بيروت مكتبة المنار الإسلامية، الكويت. الطبعة الرابعة عشر ١٤٠٧هـ .
١١- "سير أعلام النبلاء" للحافظ الذهبي ط: مؤسسة الرسالة بيروت،الطبعة الثالثة ١٤٠٢هـ.
١٢- " السيرة النبوية وأخبار الخلفاء" للإمام ابن حبان البستي،بتصحيح الحافظ السيد عزيز بك،وجماعة من العلماء،ط: مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، الطبعة الأولى. ١٤٠٧هـ.
١٣- "السيرة النبوية" للإمام ابن هشام بتقديم وتعليق طه عبد الرؤوف سعد ط: مكتبة الكليات الأزهرية،الأزهر،بدون الطبعة وسنة الطبع.
١٤- "السيرة النبوية الصحيحة" للدكتور أكرم ضياء العمري ، ط: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة،سنة الطبع،١٤١٢هـ.
١٥- "شرح النووي على صحيح مسلم" للإمام النووي، ط: دار الفكر بيروت، سنة الطبع ١٤٠١هـ.

١٦- "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية" للإمام الجوهري ، ط: دار العلم للملايين بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ، بتحقيق الشيخ أحمد عبد الغفورعطار.
١٧- "صحيح البخاري" (المطبوع مع فتح الباري) للإمام البخاري، نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد،الرياض. بدون السنة الطبع.
١٨- "صحيح سنن أبي داود" باختصار السند، وصحح أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الناشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض،الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.
١٩- "صحيح سنن ابن ماجة" اختيار الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض،الطبعة الثالثة،١٩٨٦م.
٢٠- "صحيح سنن نسائ" باختصار السند و صحح أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج،الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.
٢١-"صحيح مسلم" للإمام مسلم بن الحجاج القشيري بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي نشر وتوزيع، رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد،الرياض سنة الطبع ١٤٠٠هـ.

٢٢- "الطبقات الكبرى" للإمام ابن سعد ط: داربيروت و دار صادر بيروت سنة الطبع ١٣٨٨هـ.
٢٣- "عمدة القارئ شرح صحيح البخاري" للعلامة بدر الدين العيني ط: دار الفكر بيروت،بدون الطبعة وسنة الطبع.
٢٤- "غريب الحديث" للإمام ابن الجوزي بتحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي ط: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى.١٤٠٥هـ.
٢٥- "فتح الباري" للحافظ ابن حجر نشر وتوزيع، رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد،الرياض،بدون سنة الطبع.
٢٦- "الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد ابن حنبل"،للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا ط: دار الشهاب القاهرة،بدون الطبع وسنة الطبعة.
٢٧- "فتوح مصر وأخبارها"،لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، بتقديم وتحقيق الأستاذ محمد صبيح، توزيع مكتبة ابن تيمية،القاهرة بدون الطبع وسنة الطبعة.
٢٨-" الكامل في التاريخ" للإمام ابن الأثير، الناشر: دار الكتاب العربي ، بيروت، الطبعة السادسة.

٢٩ـ"لسان العرب المحيط" للعلامة ابن منظور الإفريقي،إعداد وتصنيف، يوسف خياط، ط: دار لسان العرب، بيروت بدون الطبعة وسنة الطبع.
٣٠ـ"مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" للحافظ نور الدين الهيثمي ط: دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الثالثة،١٤٠٢هـ.
٣١ـ"مختصر تفسيرابن كثير " اختصره وعلق عليه الشيخ محمد نسيب الرفاعي ط: مكتبة المعارف،الرياض،الطبعة الخامسة ١٤٠٨هـ.
٣٢ـ "المستدرك على الصحيحين للإمام أبي عبد الله الحاكم"، ط:دارالكتاب العربي بيروت، بدون الطبع وسنة الطبعة.
٣٣ـ "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، بتحقيق اليشخ أحمد بن محمد شاكر ط: دارالمعارف، بمصر، الطبعة الثالثة.
٣٤ـ "مسند أبي يعلى الموصلي" بتحقيق وتخريج الأستاذ حسين سليم أسد ط: دار المأمون للتراث، دمشق الطبعة الأولى،١٤٠٤هـ.
٣٥ـ" معجم البلدان" للإمام ياقوت الحموي،بتحقيق الأستاذ فريد عبد العزيز الجندي، ط: دار الكتب العلمية،بيروت،الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
٣٦" منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود" للشيخ أحمد عبد الرحمن البناء الناشر: المكتبة الإسلامية ،بيروت،الطبعة الثانية ١٤٠٠هـ.

٣٧-" الموطأ" للإمام مالك ،بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. ط: عيسى البابي الحلبي وشركاه. سنة الطبع ١٣٧٠هـ.

٣٨- "النهاية في غريب الحديث والأثر" للإمام ابن الأثير بتحقيق الأستاذين طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناجي. ط: المكتبة الإسلامية بدون سنة الطبع.

লেখকের অন্যান্য প্রকাশিত পুস্তক (আরবী)

١- التدابير الواقية من الزنا في الفقة الإسلامي.
٢-التدابير الواقية من الربا في الإسلام.
٣- حب النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلاماته.
٤- الحسبة: و مشروعيتها ووجوبها.
٥- الحسبة في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم.
٦- شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
٧- الحرص على هداية الناس (في ضوء االنصوص وسير الصالحين).
٨- من صفات الداعية : اللين والرفق.
٩- مسوؤلية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(في ضوء النصوص وسير الصالحين.)
١٠مفاتيح الرزق (في ضوء الكتاب والسنة.)
١١- فضل آية الكرسي وتفسيرها.

١٢- من صفات الداعية : مراعاة أحوال المخاطبين (في ضوء الكتاب والسنة)
١٣- أهمية صلاة الجماعة (في ضوء النصوص و سير الصالحين)
١٤- حكم الإنكار في مسائل الخلاف.
١٥- قصة بعث أبي بكر جيش أسامة رضى الله عنهما.(دراسة دعوية)
١٦- الاحتساب على الوالدين مشروعيته ، و درجاته ، وآدابه.
١٧- الاحتساب على الأطفال.
١٨- السلوك وأثره في الدعوة إلى الله تعالى.
١٩- من تصلى عليهم الملائكة و من تلعنهم.
٢٠- فضل الدعوة إلى الله تعالى .
٢١-إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباً.
٢٢- مختصر حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلاماته.
٢٣- النبي الكريم صلى الله عليه وسلم معلماً.

লেখকের যে পুস্তক সমূহ উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে :

١- حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلاماته.
٢- شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
٣-مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (في ضوء النصوص وسير الصالحين)
٤- مفاتيح الرزق (في ضوء الكتاب والسنة).
٥- قصة بعث أبي بكر جيش أسامة ﷺ (دراسة ودعوية).
٦- الاحتساب على الوالدين مشروعيته، ودراجاته، وآدابه.
٧- الاحتساب على الأطفال.
٨- من تصلى عليهم الملائكة و من تلعنهم.
٩- إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبا.
١٠- فضل الدعوة إلى الله تعالى.
١١- مسائل العيدين.

١٢ ـ مسائل الأضحية.

সূচী

বিষয় পৃ:

اللغة البنغالية

المسابقة الثقافية الرمضانية لعام ١٤٣٣ هـ
للجاليات

পবিত্র মাহে রামাযান ১৪৩৩ হিজরী উপলক্ষে লিখিত প্রতিযোগিতার শর্তাবলী

১- সমস্ত প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই নবী ﷺ প্রীতি ও তার নিদর্শনসমূহ নামক বই থেকে প্রদান করতে হবে।

২- উত্তর পত্র রাবওয়া্ দাওয়া অফিসে নিজে উপস্থিত হয়ে অথবা পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে [পোষ্ট বক্স নং ২৯৪৬৫, রিয়াদ-১১৪৫৭] কিংবা অফিসের ইন্টারনেটের **jaliyat@islamhouse.com** ওয়েব সাইটে পাঠানো যাবে। উত্তর পত্র পাঠানোর শেষ সময় ২৯ শে জুলকাদাহ ১৪৩৩ হিজরী [১৫ /১০/২০১২খৃ:]।

৩- পরিচয় পত্র [পাস্পোর্ট/ ইকামা] অনুসারে নাম লিখতে হবে, নচেৎ পুরস্কার প্রদান করা হবে না।

৪- উত্তর পত্রে প্রথম পৃষ্ঠায় অবশ্যই স্পষ্ট অক্ষরে প্রতিযোগীর যোগাযোগের ঠিকানা, ই-মেইল, মোবাইল বা ফোন নম্বর এবং ভাষা BANGLA লিখবেন।

৫- প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের নামের তালিকা রাবওয়া দা'ওয়া অফিসে ইন্‌শা আল্লাহ ১৪৩৩ হিজরীর মুহার্রাম মাসের শেষ দিকে ঘোষণা করা হবে। এবং ইন্টারনেটের ওয়েব সাইটেও বিজয়ীদের নাম প্রকাশ করা হবে। **www.islamhouse.com** পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের তারিখ পরবর্তীতে জানানো হবে।

৬- প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের সাথে ফোন বা মোবাইলের মাধ্যমে অভিনন্দন জানাবার জন্য যোগাযোগ করা হবে।

৭- উত্তর পত্র আলাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় [সাইডে] স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে এবং উত্তর পত্রের প্রথম পাতার উপরে BANGLA শব্দটি ইংরেজীতে লিখবেন।

৮- অন্যের উত্তর পত্র থেকে নকল করা শরীয়তে হারাম, তাই কোন অবস্থাতেই তা অনুমোদন করা হবে না। কোন উত্তর পত্র অন্যের উত্তর পত্র থেকে নকল করা প্রমাণিত হলে তা গ্রহণ করা হবে না।

৯- পুরস্কার গ্রহণের শেষ সময় ১৪৩৪ হিজরীর সফর মাসের শেষ পর্যন্ত। উক্ত তারিখের মধ্যে কোন বিজয়ী তার পুরস্কার গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে, এর পর কোন অবস্থায় তিনি পুরস্কার দাবি করতে পারবেন না।

১০- দশ বৎসরের কম বয়সের কোন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করতে পারবে না।

اللغة البنغالية

المسابقة الثقافية
الرمضانية لعام ١٤٣٣ هـ
للجاليات

প্রতিযোগিতার পুরস্কার

১. প্রথম পুরস্কার ১,৫০০/= [এক হাজার পাঁচশত রিয়াল]

২.দ্বিতীয় পুরস্কার ১,২৫০/= [এক হাজার দুইশত পঞ্চাশ রিয়াল]

৩.তৃতীয় পুরস্কার ১,০০০/= [এক হাজার রিয়াল]

৪. চতুর্থ হতে দশম পুরস্কার প্রত্যেককে নগদ ৩০০ /= [তিনশত রিয়াল]

৫.একাদশ থেকে বিশতম পুরস্কার প্রত্যেককে ২০০/= [দুইশত রিয়াল]

৬.একুশ হতে ত্রিশতম পুরস্কার প্রত্যেককে ১০০/= [এক শত রিয়াল]

اللغة البنغالية

المسابقة الثقافية الرمضانية لعام ١٤٣٣ هـ

للجاليات

পবিত্র মাহে রামাযান ১৪৩৩ হিজরী উপলক্ষে

লিখিত প্রতিযোগিতা

বিষয়: নবী ﷺ প্রীতি ও তার নিদর্শনসমূহ

নিম্নের প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষেপে উত্তর লিখুন

১- যার অন্তরে রাসূলের ভালবাসা নেই সে কিসের হকদার ?

২- যে ব্যক্তি দুনিয়ায় ঈমানের অবস্থায় রাসূলের সাথে ভালবাসা রাখবে সে আখেরাতে কার সঙ্গী হবে ?

৩- যে সাহাবী জান্নাতে আল্লাহর রাসূলের সঙ্গী হতে চেয়েছেন তাঁর নাম কি ?

৪- কালেমায়ে এখলাসের পর যে নিয়ামতের মত আর কোন নিয়ামত দেয়া হয়নি, সে নিয়ামতটি কি তা লিখুন।

৫- "আমার বুক আপনার বুকের জন্য ঢাল"। একথাটি কোন সাহাবী এবং কাকে বলেছিলেন তা লিখুন।

৬- "আল্লাহর নবীকে হিফাযতের জন্য আল্লাহ তোমাকে হিফাযত করুক"। একথাটি কে এবং কাকে বলেছিলেন তা উল্লেখ করুন।

৭- মুমিনদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান পালনের উদ্দেশ্যে আহবান করা হয়, তখন তারা কি বলে তা লিখুন।

৮- মরনের বাগানের গেট কে খুলেছিলেন তা উল্লেখ করুন।

৯- রাসূলের প্রেম দুনিয়ায় ও আখেরাতে কিসের মাধ্যম তা লিখুন ।

১০- এই বইটি পাঠ করে তার সারমর্ম শুধু চার লাইনের মধ্যে লিখুন।